ইয়োব

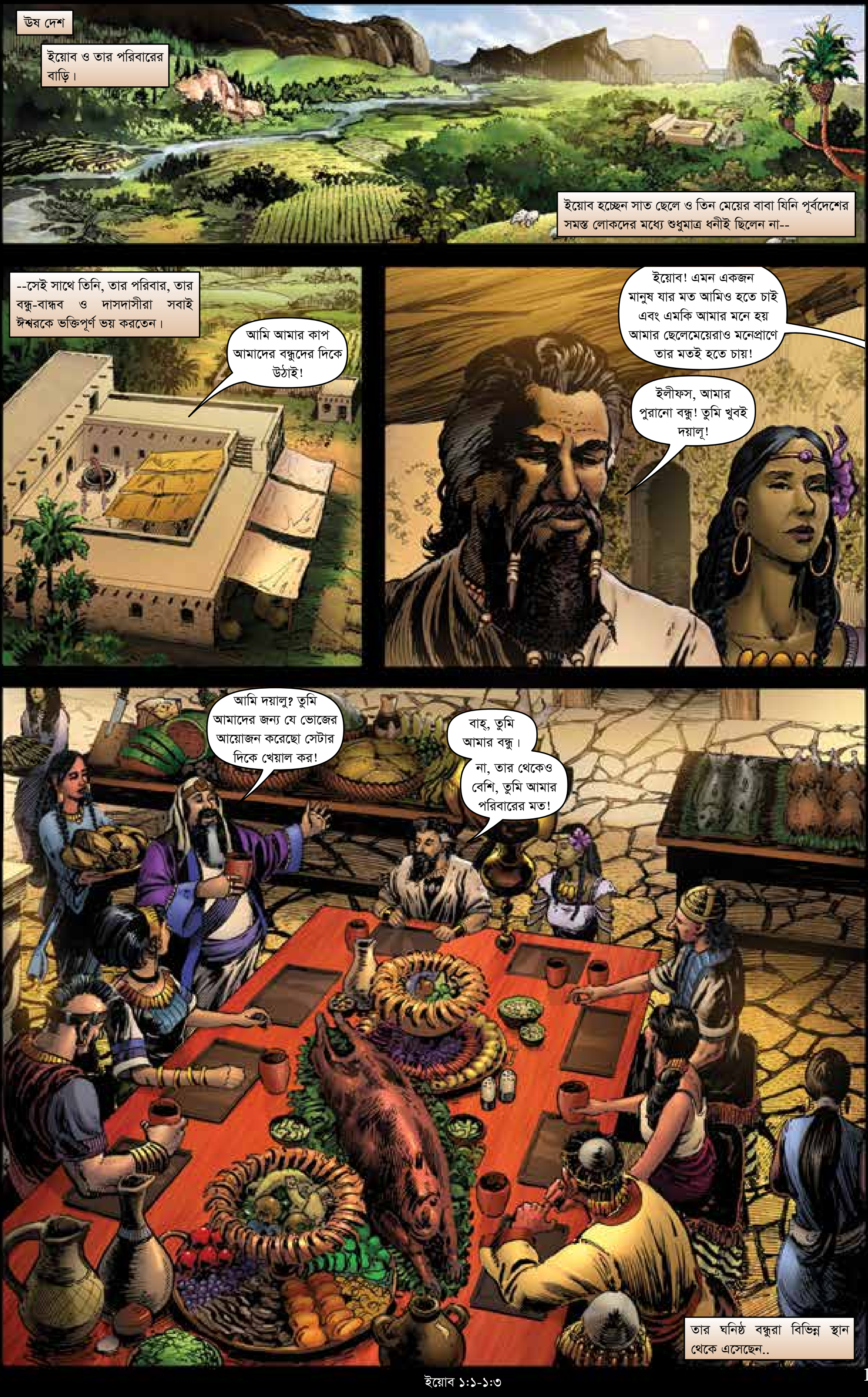
উষ দেশ
ইয়োব ও তার পরিবারের বাড়ি।
ইয়োব হচ্ছেন সাত ছেলে ও তিন মেয়ের বাবা যিনি পূর্বদেশের সমস্ত লোকদের মধ্যে শুধুমাত্র ধনীই ছিলেন না--
--সেই সাথে তিনি, তার পরিবার, তার বন্ধু-বান্ধব ও দাসদাসীরা সবাই ঈশ্বরকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করতেন।
আমি আমার কাপ আমাদের বন্ধুদের দিকে উঠাই!
ইয়োব! এমন একজন মানুষ যার মত আমিও হতে চাই এবং এমকি আমার মনে হয় আমার ছেলেমেয়েরাও মনেপ্রাণে তার মতই হতে চায়!
ইলীফস, আমার পুরানো বন্ধু! তুমি খুবই দয়ালু!
আমি দয়ালু? তুমি আমাদের জন্য যে ভোজের আয়োজন করেছো সেটার দিকে খেয়াল কর!
বাহ, তুমি আমার বন্ধু।
না, তার থেকেও বেশি, তুমি আমার পরিবারের মত!
তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছেন..

কেননা কেউই তোমার মত তার পরিবারকে এত ভালবাসে না, ইয়োব!
“পরিবার” সে যেমনটি বলেছে! তুমিও কি তাই মনে কর!
ইলীফস। একজন তৈমনীয় যিনি তৈমন থেকে এসেছেন যে জায়গা জ্ঞানের জন্য খুবই বিখ্যাত।
হ্যাঁ, একজন ব্যক্তি যিনি তার পরিবারকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু সেইসাথে তিনি প্রজ্ঞাও ভালবাসেন।
বিল্‌দদ। একজন শূহীয় বংশজাত, অব্রাহমের বংশধর। পূর্বদেশের আরবীয় মরুভূমি থেকে আগত।
ইয়োব! আমি জানি না যে তুমি কি করেছো যার জন্য তুমি এই সম্পত্তি ও পরিবার পেয়েছো-
-- কিন্তু, আমি জানতে চাই যাতে আমিও তোমার মত হতে পারি!
সোফর। একজন নামাথীয় বংশধর যিনি সীমানার কাছে নামালথ শহরে থাকেন।
ইয়োব। একজন দানশীল, বিশ্বস্ত, এবং ঈশ্বরীয় লোক!
এটি ভাল যে তিনি নম্র, নতুবা সমস্ত প্রশংসা তার মাথাতেই লাগতো!
এটি ভাল যে তিনি নম্র, নতুবা সমস্ত প্রশংসা তার মাথাতেই লাগতো!

বাবা?
আমি চলে যাচ্ছি। ওমর আরেকটি ভোজ দিচ্ছে।
আমার এটা ভাল লাগে যে আমার ছেলেমেয়েরা এখনও একে অন্যের সঙ্গকে উপভোগ করে!
ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছে?
সবকিছু সম্মানের সাথে কর! তোমার ভাইদের ও বোনদের স্মরণ করিয়ে দিও---
ঠিক আছে বাবা!
আমি শেথকে বলেছি তোমার সাথে যেতে। সে সেখানে থাকবে এবং কাল সকালে তোমাকে বাড়িতে নিয়ে আসবে।
সবাইকে আমাদের ভালবাসা দিও!
তুমি আমাদের জন্য যা কিছু করছো তার জন্য কৃতজ্ঞ--বিশেষ করে তোমার করা পোড়ানো-উৎসর্গ -- আর আমরা এমন কিছু করবো না যার জন্য তোমার বা ঈশ্বরের অসম্মান হয়! এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা!

উৎসর্গ?
আমি ঈশ্বরের কাছে পোড়ানো-উৎসর্গেরর অনুষ্ঠান করি এই ভেবে যে হয়তো আমাদের সন্তানেরা ভোজের সময় কোন পাপ করেছে।
ঈশ্বর আমাদের পাপের শাস্তি দেন। আমরা অপবিত্র, অশুচি।
আমি তাদেরকে ভালবাসি তাই তাদের পক্ষে আমি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াই।
তুমি কখন এটি করবে?
তারা রাতে ভোজ করে থাকে। যাও, সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন পোড়ানো-উৎসর্গ করবো না।
চিন্তা কোরো না, আমরা আমাদের নিজেদের ভোজের সময় কেটে ছোট করবো না!
আহ, এটাই তো আমি শুনতে চেয়েছিলাম!
যদি এখানে এমন কেউ থাকে যে অন্যদের জন্য পোড়ানো-উৎসর্গ করতে পারে তাহলে সেটি হলে তুমি, ইয়োব!
না ইলিহূ। তুমি একজন মানুষকে এভাবে পরিমাপ কর না--
--আমি তোমাদের কারো থেকেই মহান কেউ নই।
ঈশ্বরের সামনে নয়, তাঁর পবিত্রতার কাছে আমরা সবাই পাপী এবং অপবিত্র...
এখন আস আমরা আমাদের খাবার খাই নতুবা ঠান্ডা হয়ে যাবে!

ইয়োব ১:৪-৫

পরের দিন সকালে
ইয়োব যেমনটি বলেছিল তাই করল।
যেভাবে সে সবসময়ই করে আসছে।
সদাপ্রভু, আমি আমার সন্তানদের পক্ষে তোমার সামনে দাড়াই।
তুমি তাদেরকে দিয়ে আমাকে আশির্বাদ করেছ--
-- যদি তারা তাদের হৃদয়ে তোমাকে অসম্মান করে থাকে, তাহলে এই পোড়ানো-উৎসর্গ গ্রহন কর!
ইয়োব জানতেন যে ঈশ্বর তাঁর কাজ খেয়াল করছেন।
কিন্তু তিনি জানতেন না যে অন্য কেউ-অন্য কোন কিছু তাকে একইভাবে খেয়াল করছে।

IN THE HEAVENS, THE SONS OF GOD PRESENTED THEMSELVES BEFORE THE LORD.
AND ANOTHER--THAT UNSEEN OBSERVER--CAME AMONG THEM AS WELL.
A FALLEN ONE.
THE FIRST OF THE FALLEN.
SATAN.

FROM WHENCE HAVE YOU COME?
I'VE BEEN AMONG THE PEOPLE OF EARTH.
GOING TO AND FRO, OBSERVING THOSE ANIMALS YOU LOVE SO MUCH.
YES. YOU HAVE.
JOB 1:6-7

তুমি কি আমার দাস ইয়োবকে দেখেছ?
হ্যাঁ দেখেছি।
পৃথিবীতে তার মত আর কেউ নেই। সে আমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে। সে মন্দকে ঘৃণা করে। সে ধার্ম্মিকতাকে ভালবাসে।
আহ, হ্যাঁ। কিন্তু কেন সে আপনাকে ভয় করবে না?
আপনি তাকে সুরক্ষা দিচ্ছেন! তাকে আশির্বাদ করছেন!
তার একটি সুন্দর বাড়ী আছে, প্রচুর পশুপাল রয়েছে, এবং একটি স্বাস্থ্যবান ও বড় পরিবার আছে!
কিন্তু... এই সবকিছু আপনি তার কাছ থেকে সরিয়ে নিন তাহলে সে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে।
আমাকে তার সমস্ত আশির্বাদ সরিয়ে নিতে দিন। তাহলে আপনি দেখতে পাবেন।
তার যা কিছু আছে তা নিয়ে নেয়ার জন্য আমি তোমাকে অনুমতি দিব, কিন্তু তুমি তার শরীরে স্পর্শ করবে না।
ঃহঃধী বৎৎড়ৎ হবধৎ ঁহবীঢ়বপঃবফ ঃড়শবহ দবষংব'
আর এরপর অভিযোগকারী সদাপ্রভুর সামনে থেকে চলে গেল।

ইয়োব ১:৮-১২

ইয়োব ১:১৪

ইয়োবের জমির শেষ প্রান্তে পাহাড়ের উপর যেখানে তার পশুপাল চড়ছিল।
এটা কিসের গন্ধ?
সবাই!
দৌড়াও!
এখানে একটা...

ইয়োব ১:১৬

ইয়োবের উটের পাল।
তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ?
এটি তিন দিক থেকে আসছে, কিন্তু এটা কি?
কল্‌দীয়েরা!
এটি একটি আক্রমন!
এটি একটি আক্রমন!
আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে!

ইয়োবের বড় ছেলে,
ওমর এর বাড়ি।
ইয়োবের বড় ছেলে,
ওমর এর বাড়ি।
হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদেরকে কোন ধন্যবাদ দেব না, ডেভিনিয়া!
আমি বিছানায় যাওয়ার পরেও কত রাত পর্যন্ত যেথ তার বাঁশি বাজিয়েছে?
অনেক রাত পর্যন্ত কোল! অনেক রাত!
আস কিছু খেয়ে নাও।
আমার স্বামী এখনও ঘুমাচ্ছে, কিন্তু যখনই সে প্রথমে উঠে তখন সবসময় ক্ষুধার্ত থাকে।
এখনও অনেক আছে! ওমর ও অন্যরা এখনও জেগে আছে!
তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ?
এমন কখনও দেখিনি ...
এটা...এটা... এটা ঠিক আমাদের মাথার উপরে পড়ছে!!!
এখান থেকে বের হও!
আমরা কোথায় যেতে পারি?

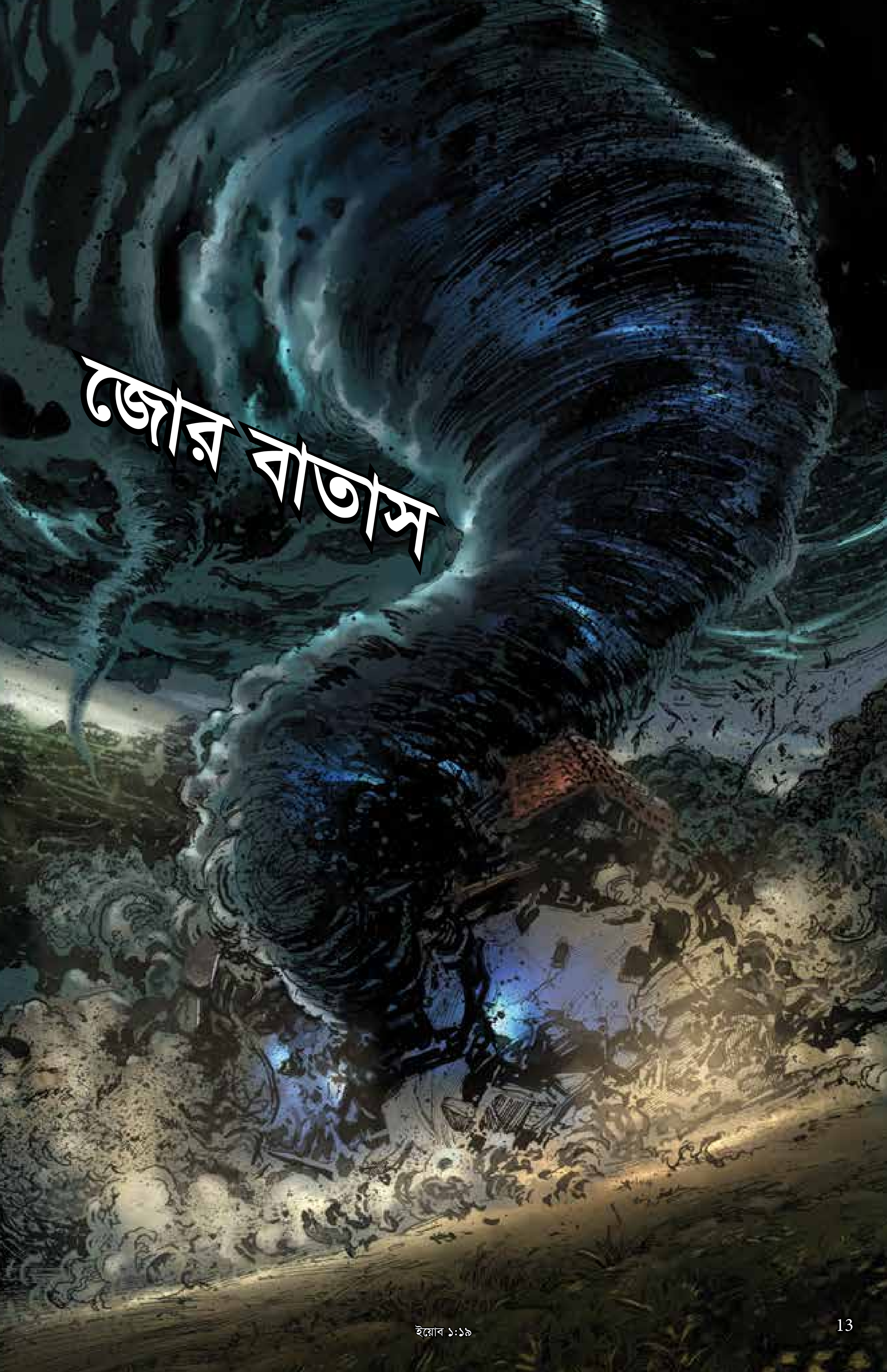

ইয়োব ১:১৯

আমার সাথে খাবার খাওয়ার জন্য ধন্যবাদ!
আমাদের খুব শীঘ্রই আবার দেখা হবে!
আজকে সকালে আমি তোমাকে পোড়ানো-উৎসর্গের অনুষ্ঠান করতে দেখেছি ইয়োব।
আজকে সকালে আমি তোমাকে পোড়ানো-উৎসর্গের অনুষ্ঠান করতে দেখেছি ইয়োব।
এটি একটি উদাহরণ যা আমি হৃদয়ে ধারন করি।
ধন্যবাদ, ইলীহূ।
এটা আমার কাছেও একটি দারুন উদাহরণ।
তুমি আমাকে তোষামোদ করছো আমার প্রিয়তমা!
তোষামোদ? কখনো না!
এখন কি আমি সেই সোনার থালাটা পেতে পারি যেটা মেটামেথিন শহরে বিক্রি হচ্ছে?
হয়তো..আরেকটু তোষামোদ করার পর!
প্রভু! প্রভু!

ইয়োব ১:১৪

ইবেদ, তোমার কি হয়েছে?
প্রভু... আমিই একমাত্র যে বেঁচে গেছি ...
শিবায়ীয় লুটেরা... কোন রকম সতর্ক না করেই তারা আক্রমন করেছিল এবং সবাইকে মেরে ফেলেছে এবং সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে!
হান্নাম, তুমিও কি আক্রমনের শিকার হয়েছো?
না... স্বর্গ থেকে বড় বড় আগুন পড়েছে!
এটা ক্ষেতের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে আর সব ভেড়াগুলো ও তাদের পালকেরা মারা গেছে, শুধু আমি বেঁচে গিয়েছি!
এটা অসম্ভব!
তারুম? দয়া করে আমাকে বল। তুমি কোন ভাল খবর এনেছো!
আমরা কল্‌দীয়দের দ্বারা আক্রমনের শিকার হয়েছি!
তারা আমাদেরকে চারিপাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল এবং সবাইকে মেরে সব উট নিয়ে চলে গেছে!
প্রভু! ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে!
আমি জানি! আমি শুনেছি!
চাকরেরা মারা গেছে! পশুপাল মারা গেছে বা চুরি হয়েছে! এটি অনেক ভয়ানক!
না, প্রভু! এর থেকেও ভয়ানক খবর আছে!
আরো ভয়ানক! এর থেকে আর কি ভয়ানক হতে পারে শেখ?

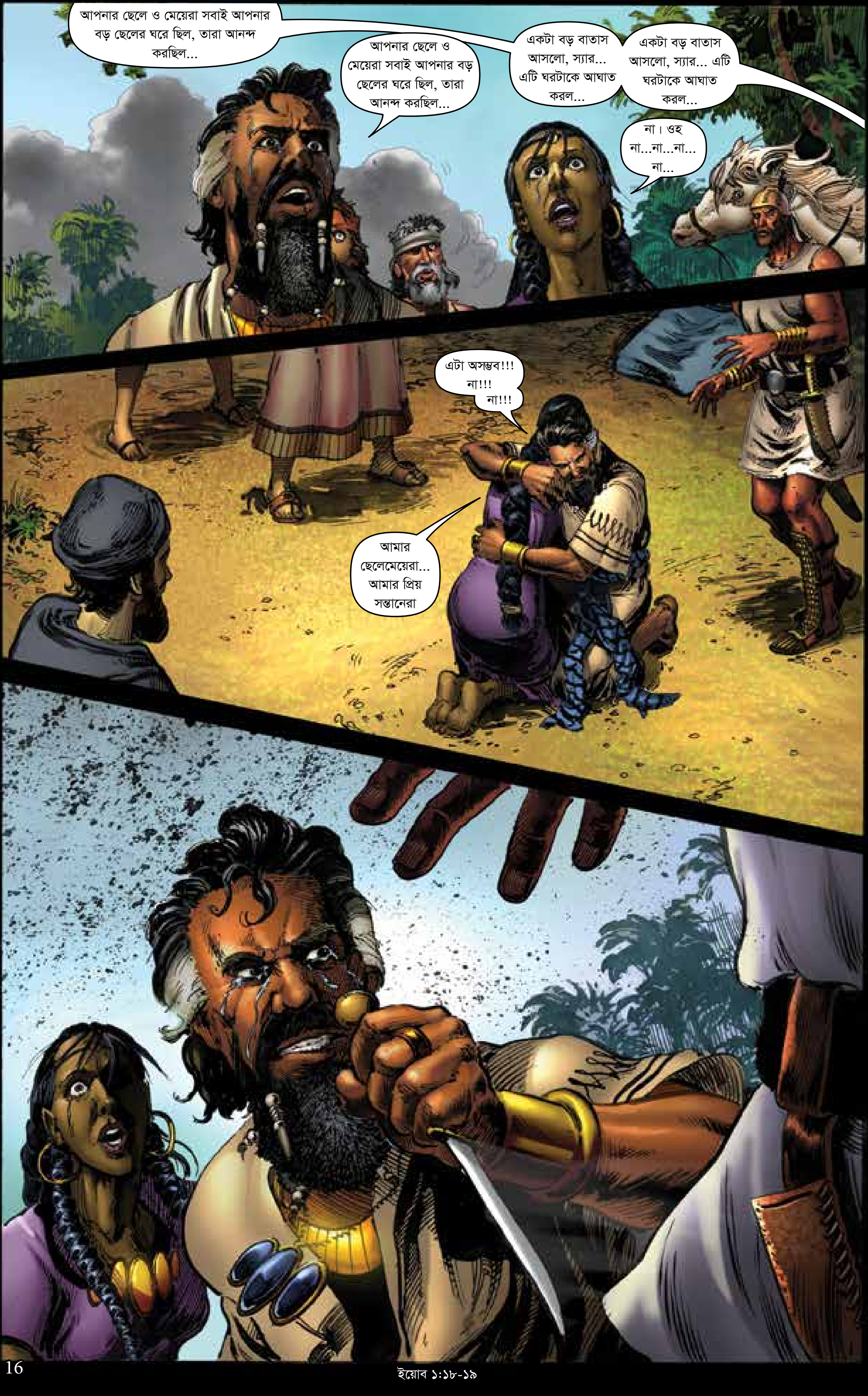

আপনার ছেলে ও মেয়েরা সবাই আপনার বড় ছেলের ঘরে ছিল, তারা আনন্দ করছিল...
আপনার ছেলে ও মেয়েরা সবাই আপনার বড় ছেলের ঘরে ছিল, তারা আনন্দ করছিল...
একটা বড় বাতাস আসলো, স্যার... এটি ঘরটাকে আঘাত করল...
একটা বড় বাতাস আসলো, স্যার... এটি ঘরটাকে আঘাত করল...
না। ওহ না...না...না... না...
এটা অসম্ভব!!! না!!! না!!!
আমার ছেলেমেয়েরা... আমার প্রিয় সন্তানেরা

ইয়োব ১:১৮-১৯

ইয়োব ১:২০

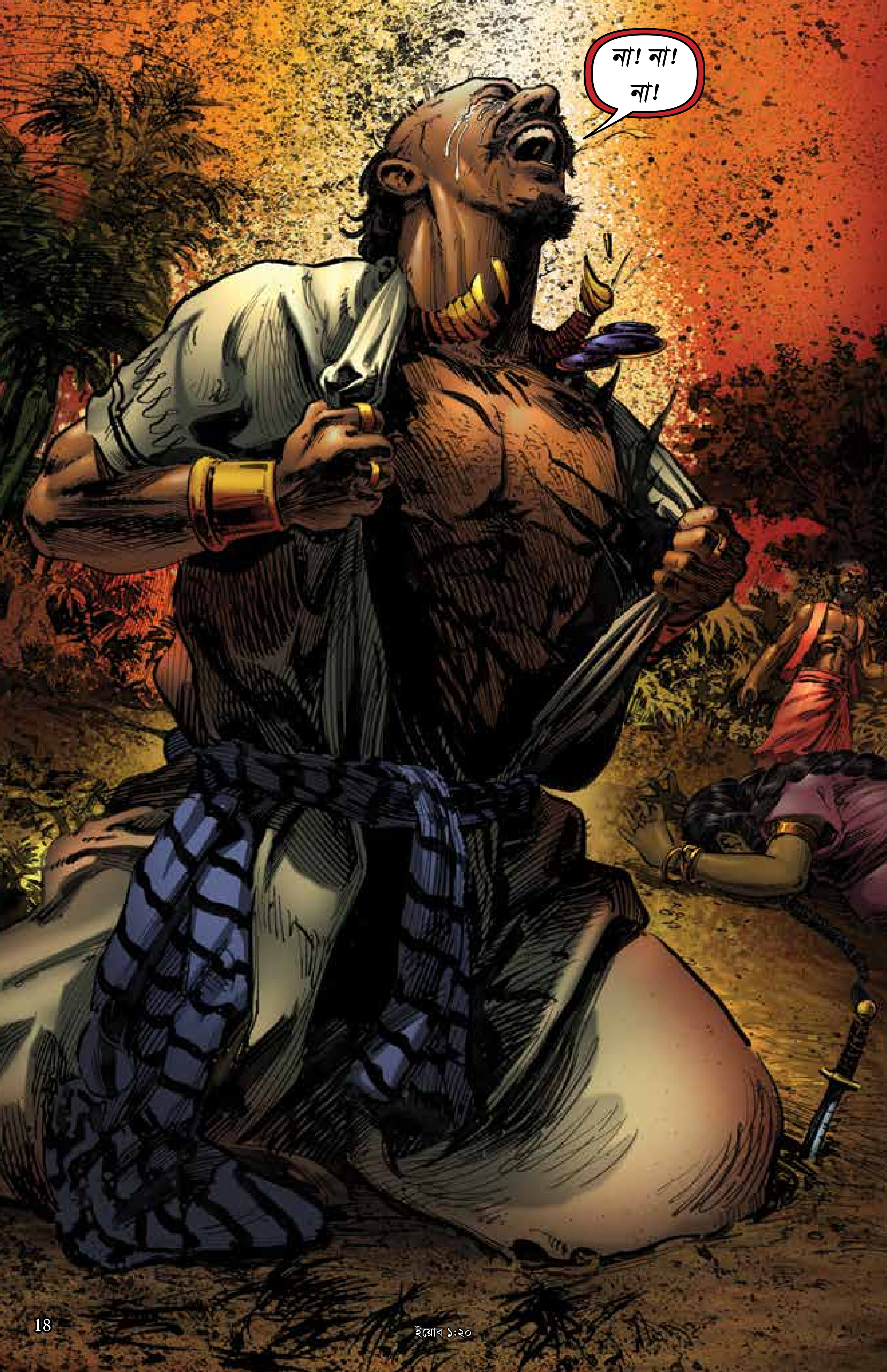

ইয়োব ১:২০

কয়েকদিন পর...

মায়ের পেট থেকে আমি উলঙ্গ এসেছি!
আর উলঙ্গই চলে যাব!
সদাপ্রভু দিয়েছিলেন!
আর এখন, সদাপ্রভুই নিয়ে গেছেন!!!
সদাপ্রভুর গৌরব হোক!
আমি জানি না কেন তুমি এটা হতে দিলে!
আমি যা করতে পারি তা হলো তোমার শক্তি ও সান্তনা চাইতে পারি...
এটাকে সীলমোহর কর!

আরেকবার, সেইদিন আসলো যেদিন ঈশ্বরের সন্তানেরা সদাপ্রভুর সামনে এসে উপস্থিত হল।
এবং পুনরায়, সেই প্রথম পতিত ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত হল।
আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমার দাস ইয়োবের মত কেউ নেই।
তুমি তাকে আমার বিরুদ্ধে নেয়ার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু তবুও সে কোন দোষ করে নি।
আসলে, এর পিছনে একটি কারণ আছে!
তাকে আঘাত করার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হয় নি।
কিন্তু তার জীবন সম্পর্কে কি বলেন? একজন মানুষ নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তার যা কিছু আছে সবই দেবে!
তার শরীরে এবং হাড়ে আঘাত লাগলেই সে আপনার বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলবে!
আমি এটারও অনুমতি দেব।
তুমি কি মনে কর তুমি এর ফলাফল জান।
কিন্তু আসলে আমি জানি, এবং আমি তার শাখা-প্রশাখা সবকিছু জানি।
তাকে আমি তোমার হাতে দিলাম
তুমি যা খুশি কর, কিন্তু তুমি তাকে প্রাণে মারবে না।
“অনেক দূর ছড়িয়ে যাওয়া শাখা প্রশাখাগুলি” অন্তর্ভুক্ত।

ইয়োব, তুমি কি করছ?
আমার শরীর চুলকাচ্ছে... আমি আগে কখনো এমন বোধ করিনি...
তুমি একটু ঘুমাতে যাও!
তুমি একটু ঘুমাতে যাও!
ইয়োব? সমস্যা কি?
ইয়োব?
ওহ... না...

ইয়োব ২:৭

আমার ব্যাথা হচ্ছে... সব জায়গায়...
আমার চামড়ায়... আমার পেটে... আমার মাথায়... শ্বাস-প্রশ্বাসে...
তোমার নিজের দিকে তাকাও!!!
তুমি কি এখনও বলবে, "ঈশ্বরের নামের গৌরব হোক?"
আরে!!!
উহহহ!!!
আহ্!
এট-াকে...থামাও... এটাকে থামাও...
ইয়োব! ঈশ্বরকে দোষী কর!

ইয়োব ২:৮-৯

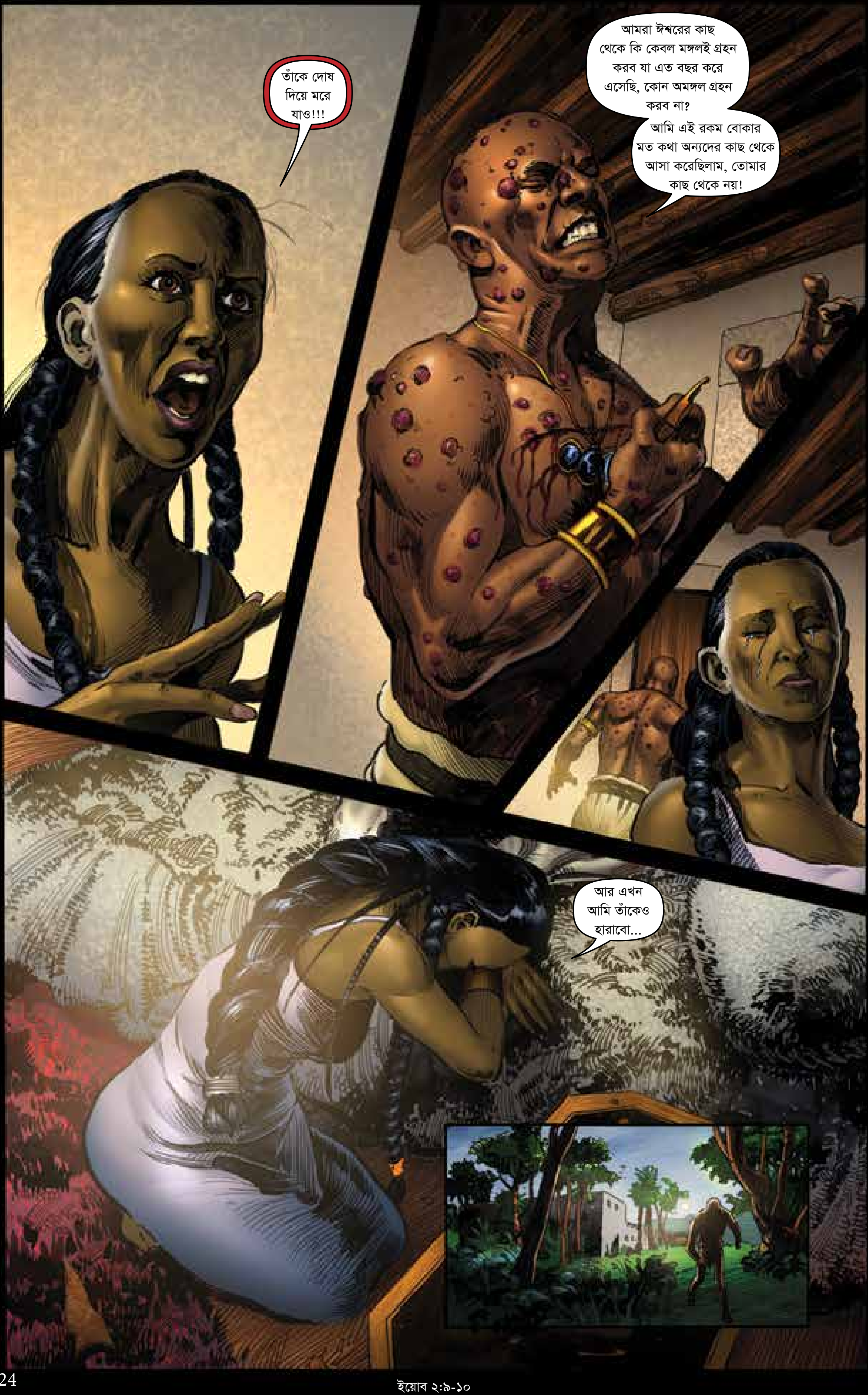
তাঁকে দোষ দিয়ে মরে যাও!!!
আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কি কেবল মঙ্গলই গ্রহন করব যা এত বছর করে এসেছি, কোন অমঙ্গল গ্রহন করব না?
আমি এই রকম বোকার মত কথা অন্যদের কাছ থেকে আসা করেছিলাম, তোমার কাছ থেকে নয়!
আর এখন আমি তাঁকেও হারাবো...

ইয়োব ২:৯-১০

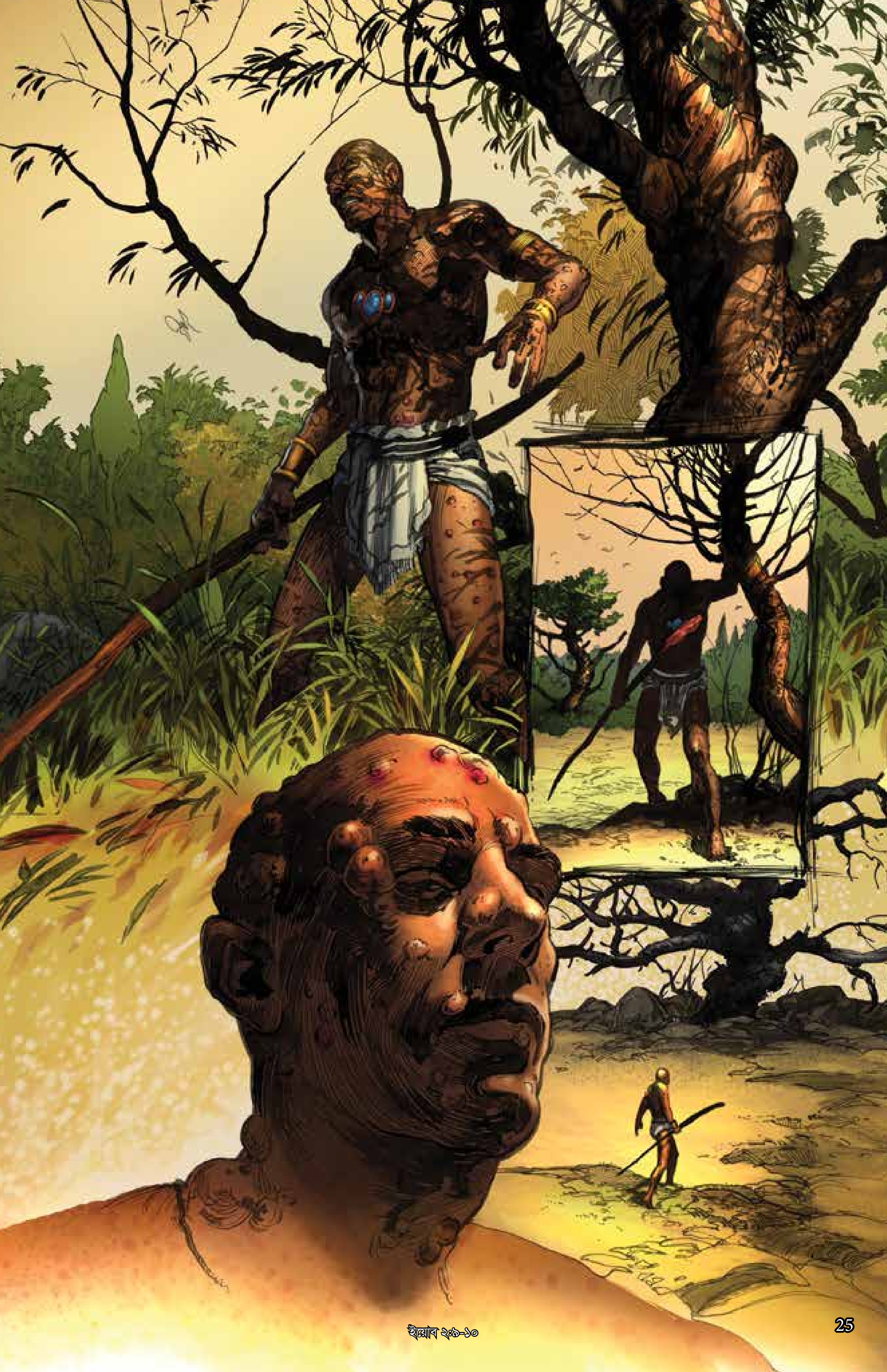

ইয়োব ২:৮

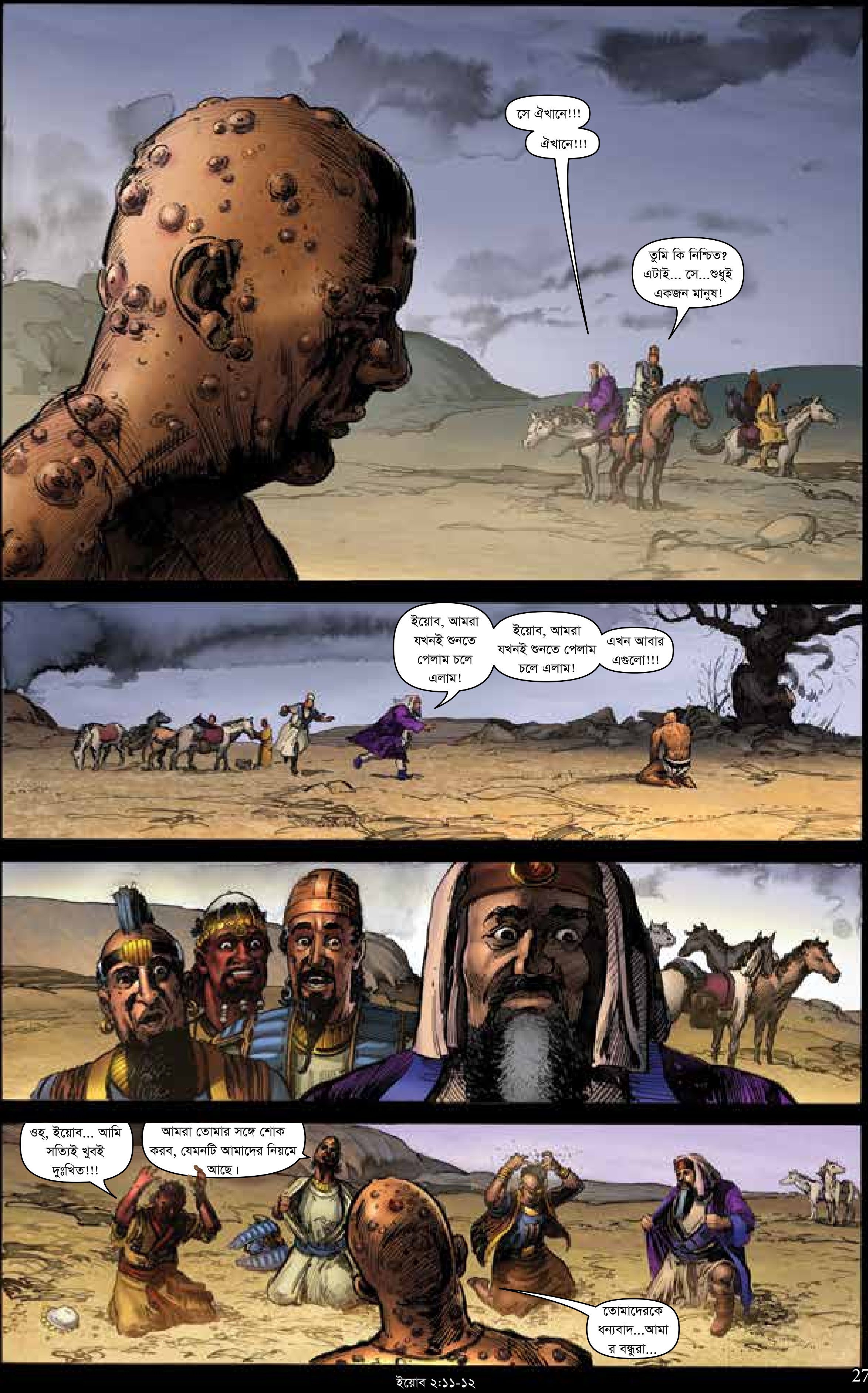
সে ঐখানে!!!
ঐখানে!!!
তুমি কি নিশ্চিত? এটাই... সে...শুধুই একজন মানুষ!
ইয়োব, আমরা যখনই শুনতে পেলাম চলে এলাম!
ইয়োব, আমরা যখনই শুনতে পেলাম চলে এলাম!
এখন আবার এগুলো!!!
ওহ, ইয়োব... আমি সত্যিই খুবই দুঃখিত!!!
আমরা তোমার সঙ্গে শোক করব, যেমনটি আমাদের নিয়মে আছে।
তোমাদেরকে ধন্যবাদ...আমার বন্ধুরা...

তার বন্ধুরা তার সঙ্গে সাতদিন ও সাতরাত--
--চুপ করে বসে রইলেন।
এরপর অবশেষে...
আমার জন্মের দিনটা ধ্বংস হয়ে যাক!!!

ইয়োব ২:১১-৩:১

কোন এক অন্ধকারে, লিবিয়াথন গভীর স্থান থেকে লাফিয়ে উঠুক আর দিনের সূর্যকে গিলে ফেলুক!
যেদিন আমি জন্মেছিলাম সেই দিনটাকে লিবিয়াথন অভিশপ্ত করে তুলুক!
কিন্তু সেটা ক্ষুধার্ত থাকবে, কারণ সেইদিনটা অভিশপ্ত ও অন্ধকারময়!
তুমি কি বলছ?
জন্মের সময়ই আমার মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল!
মৃত, ধনী ও গরীব, ভাল ও মন্দ, সবাই শান্তিতে আছে!
শুধুমাত্র আমারই সমস্যা...
ইয়োব, আমরা অনেকদিন ধরে এখানে আছি। আমি কি কিছু বলতে পারি?
যখন আমরা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি, তখন তুমি আমাদের উৎসাহ দিয়েছো যেন আমরা ঈশ্বরের উপরে আশা রাখি।
আর এখন তুমি হতাশ হয়ে পড়েছ--
--যদি তাই হয়, তাহলে যেমনটি দেখা যায় তুমি কি তেমনটি নির্দোষ?
যদি আমার কোন আশা না থাকে, এর কারণ তাহলে আশা করার মত কোন শক্তি আমার নেই।
ইয়োব, ঈশ্বর নির্দোষ ব্যক্তিদের শাস্তি দেন না বা ছেঁটে ফেলেন না!
ইয়োব, ঈশ্বর নির্দোষ ব্যক্তিদের শাস্তি দেন না বা ছেঁটে ফেলেন না!
আমাকে বল, ইলীফস, কি?

ইয়োব ৩-৪:১১, ৬:১১

মন্দতা ও সমস্যা!!!
তুমি কিছু একটা করেছ যার জন্য এমন হয়েছে!
একটি ঘুমহীন রাত, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম...
একটা আত্মা আমার সামনে দিয়ে চলে গেল, এবং আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল:
কোন মানুষ কি ঈশ্বরের চোখে নির্দোষ হতে পারে?
কোন মানুষ কি ঈশ্বরের চোখে নির্দোষ হতে পারে?
যদি স্বর্গদূতদের পতন পারে, তাহলে যারা মাটির ঘরে বাস করে তাদের ভিত্তি হলো ধূলা এবং যাদের পোকার মত সহজে পিষে ফেলা যায়, তারা ঈশ্বরের চোখে আরও কত না বেশি দোষী হবে!
আমার জীবনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষন থেকে বলছি ইয়োব, আমার কথা শোন।
ঈশ্বরকে খোঁজ!
আর এতে খুশি হও যে ঈশ্বর তোমাকে সংশোধন করতে পছন্দ করেছেন!
খুশি হব? এই বিষয়ে?
তিনি তোমাকে সাহায্য করতেই এগুলো করেছেন! তিনি তোমাকে আঘাত করেন, আবার তাঁরই হাত তা সুস্থ করে!
তোমার পাপের জন্য অনুতাপ কর তাতে তোমার পূর্ণতা আসবে!
ইলীফস, আমি কি কিছু বলতে পারি?

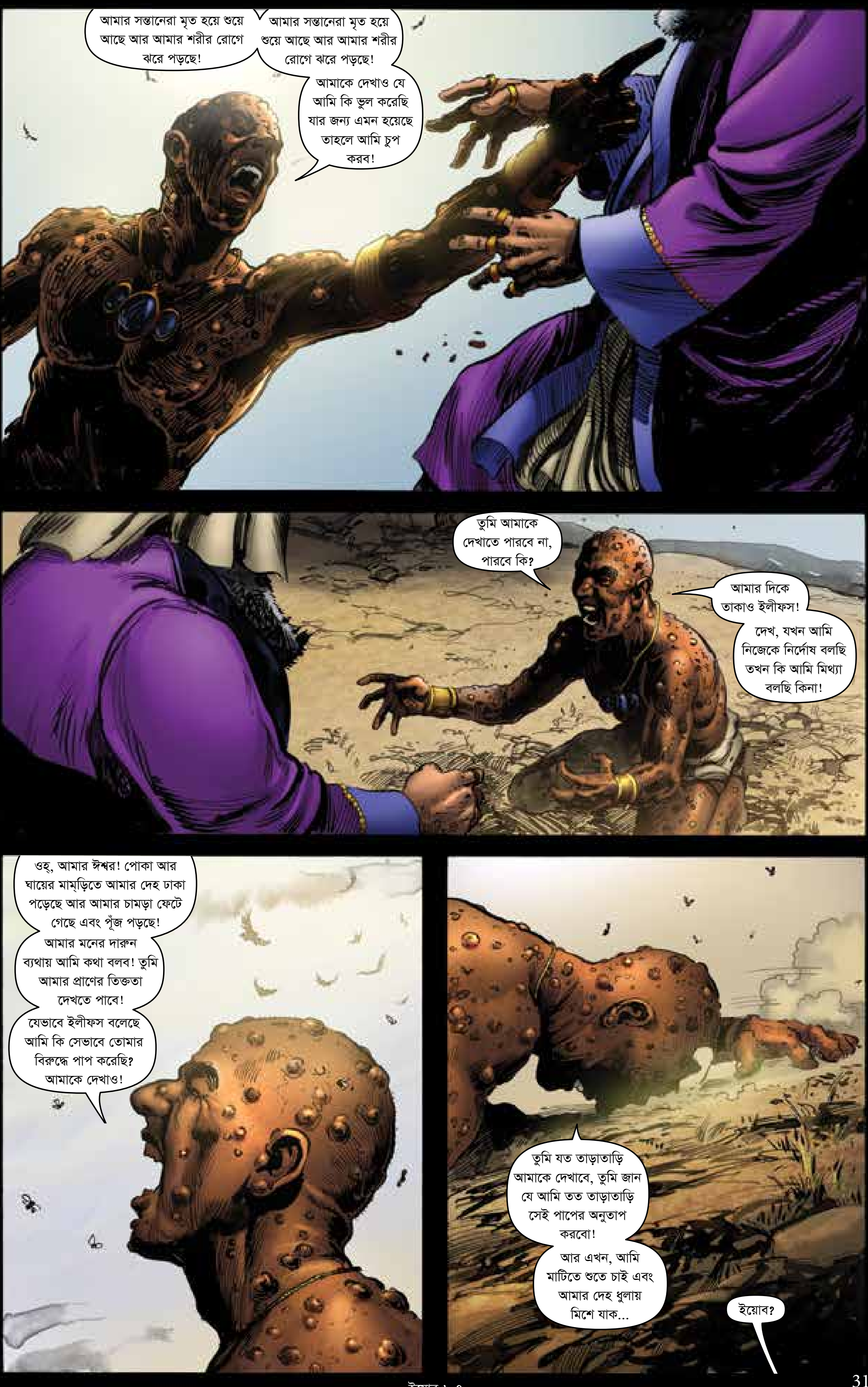
আমার সন্তানেরা মৃত হয়ে শুয়ে আছে আর আমার শরীর রোগে ঝরে পড়ছে!
আমার সন্তানেরা মৃত হয়ে শুয়ে আছে আর আমার শরীর রোগে ঝরে পড়ছে!
আমাকে দেখাও যে আমি কি ভুল করেছি যার জন্য এমন হয়েছে তাহলে আমি চুপ করব!
তুমি আমাকে দেখাতে পারবে না, পারবে কি?
আমার দিকে তাকাও ইলীফস!
দেখ, যখন আমি নিজেকে নির্দোষ বলছি তখন কি আমি মিথ্যা বলছি কিনা!
ওহ্, আমার ঈশ্বর! পোকা আর ঘায়ের মামড়িতে আমার দেহ ঢাকা পড়েছে আর আমার চামড়া ফেটে গেছে এবং পূঁজ পড়ছে!
আমার মনের দারুন ব্যথায় আমি কথা বলব! তুমি আমার প্রাণের তিক্ততা দেখতে পাবে!
যেভাবে ইলীফস বলেছে আমি কি সেভাবে তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি? আমাকে দেখাও!
তুমি যত তাড়াতাড়ি আমাকে দেখাবে, তুমি জান যে আমি তত তাড়াতাড়ি সেই পাপের অনুতাপ করবো!
আর এখন, আমি মাটিতে শুতে চাই এবং আমার দেহ ধুলায় মিশে যাক...
ইয়োব?

তোমার কথাগুলো ঝোড়ো বাতাসের মত!
তোমার কথাগুলো ঝোড়ো বাতাসের মত!
যদি তুমি সৎ ও খাঁটি হয়ে থাক, তবে এখনও তিনি তোমার পক্ষে কাজ করতে আগ্রহী হবেন।
আগেরকার দিনের লোকদের জিজ্ঞাসা কর... এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা যা শিখেছিলেন তার খোঁজ নাও।
এই পৃথিবীতে আমাদের সময় খুবই অল্প, তাই আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়া দরকার।
জল ছাড়া একটি গাছের কথা চিন্তা কর। যারা ঈশ্বরকে ভুলে যায় তাদের দশা তা-ই হয়!
মৃত শস্য ও আগাছা উপড়ে ফেলতে একজন কৃষক দ্বিতীয়বার চিন্তা করেন না--
.. তিনি এগুলো কেটে ফেলেন!...
নির্দোষ মানুষকে ঈশ্বর কখনও ত্যাগ করেন না!
এবং যারা মন্দ কাজ করে তাদের হাত শক্তিশালী করেন না!
অনুতাপ কর, ইয়োব, তিনি তোমার মুখ হাসিতে ভরে দেবেন!

বিল্‌দদ, আমি যদি সবচেয়ে পবিত্র, ধার্ম্মিক, খাঁটি মানুষও হয়ে থাকি তবুও তাঁর কাছে আমার দয়া ভিক্ষা চাওয়া প্রয়োজন!
তিনি যেমন পবিত্র তাঁর সামনে যেতে হলে আমাকে এমন একজন পবিত্র ব্যক্তির প্রয়োজন যিনি আমার হয়ে কথা বলবেন!
কিন্তু কে? এমন কেউ নেই!
ঈশ্বর, তোমার হাত আমাকে তৈরী করেছে, এখন তুমি কি ফিরে আমাকে ধ্বংস করবে?
কেন আমার চোখ আমার জন্মের সময় দিনের আলো দেখলো।
কেন আমার জীবনে এই অন্ধকার ডেকে আনলে যখন আমি অন্ধকারেই থাকতে পারতাম?
কথা! কথা! কথা!
এসময় কথা ক্ষমা বা মুক্তি নিয়ে আসে না!
তুমি বলছ যে তুমি খাঁটি, তুমি বলছ যে তুমি নির্দোষ--কিন্তু শুধুমাত্র এগুলো বললেই তুমি সেই রকম হয়ে যাবে না!
আমি যা বলছি এটা তা নয়!
ঈশ্বর ভন্ড লোকদের চিনতে পারেন, ইয়োব! তিনি মন্দ লোকদের কাজের হিসাব রাখেন!
বুনো গাধার বাচ্ছা যেমন মানুষ হয়ে জন্মাতে পারে না, তেমনি বুদ্ধিহীন মানুষ জ্ঞানী হতে পারে না!
তুমি কোনটা, ইয়োব?
একজন ভন্ড ব্যক্তি, একজন মিথ্যাবাদী, নাকি একজন বুদ্ধিহীন ব্যক্তি?

অনুতাপ কর, ইয়োব। তোমার হৃদয় থেকে পাপ দূর করে তা প্রস্তুত কর।
তখন তোমার সাহস থাকবে, কারণ আশা আছে!
কিন্তু দুষ্টদের আশা ঘাসের মত শুকিয়ে যাবে!
তোমরা তিনজন মারা গেলে লোকেরা জ্ঞানের জন্য কোথায় যাবে?
ইয়োব, এটা ব্যঙ্গ করার সময় নয়...
বাহ! তোমরা কয়েকটা জ্ঞানের কথা বললে কিন্তু তা আমার কাছে বুদ্ধিহীনের বমির মত!
সব কিছুর দিকে তাকাও, ইলীফস!
কোন কোন সময় ন্যায় ও সৎ ব্যক্তিও ক্ষুধায় ভোগে আর চোর উন্নতি করে!
বিল্‌দদ, বুড়ো লোকদের হয়তো অনেক বছরের ও তাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞান আছে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে!
সোফর, তুমি আমাকে ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলার জন্য দোষ দিয়েছো, কিন্তু তোমার সমস্ত কথা মিথ্যা!
মিথ্যা!
তোমাদের নীতি কথাগুলো যেন চলতি কথার ছাইয়ের গাদা! তোমাদের তর্কের কথাগুলো কাদার মত নরম!
ইয়োব, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি মাত্র!
তাহলে চুপ কর!
ঈশ্বর যাই করুন না কেন, আমি তাঁকে বিশ্বাস করি!
কারণ ঈশ্বর ন্যায়বান! মঙ্গলময়! ধার্ম্মিক! এবং আমার পরিত্রাতা!

হে ঈশ্বর, আমাকে বল!
আমার সাথে কথা বল, আমি তোমাকে উত্তর দিব!
অথবা আমাকে কথা বলতে দাও আর তুমি উত্তর দাও!
কেন তুমি আমার কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখছো? আমি কি তোমার শত্রু?
তুমি আমার পায়ের ধাপ গুনেছ...
আমার পাপের দিকে লক্ষ্য রাখ নি...
তুমি আমাকে একটি শরীর দিয়েছ, তুমি সেই শরীরে আত্মা দিয়েছ...
কিন্তু আমার শরীরে ব্যথা ছাড়া আর কিছুই নাই; আমার অন্তরে দুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই...
ইয়োব, তোমার নিজের মিথ্যা মুখই তোমাকে দোষী করছে!
তুমি ঈশ্বরকে ভয় করছো না!
ঈশ্বর, কেন তুমি চুপ করে আছ?
আর কেন তুমি আমার বন্ধুদেরকে কথা বলতে দিচ্ছ?
আমার শরীর আর আত্মা ভেঙ্গে গেছে, তবুও আমি টিটকারীর পাত্র।
আমার বন্ধুদের কথা বলার মত কোন জ্ঞানই নেই, তারা শুধু অনুযোগ আর অন্ধকার নিয়ে আসে!
আমার শরীর ও মুখের দিকে তাকাও আর দেখ যে আমার অন্তর কেমন বোধ করছে!

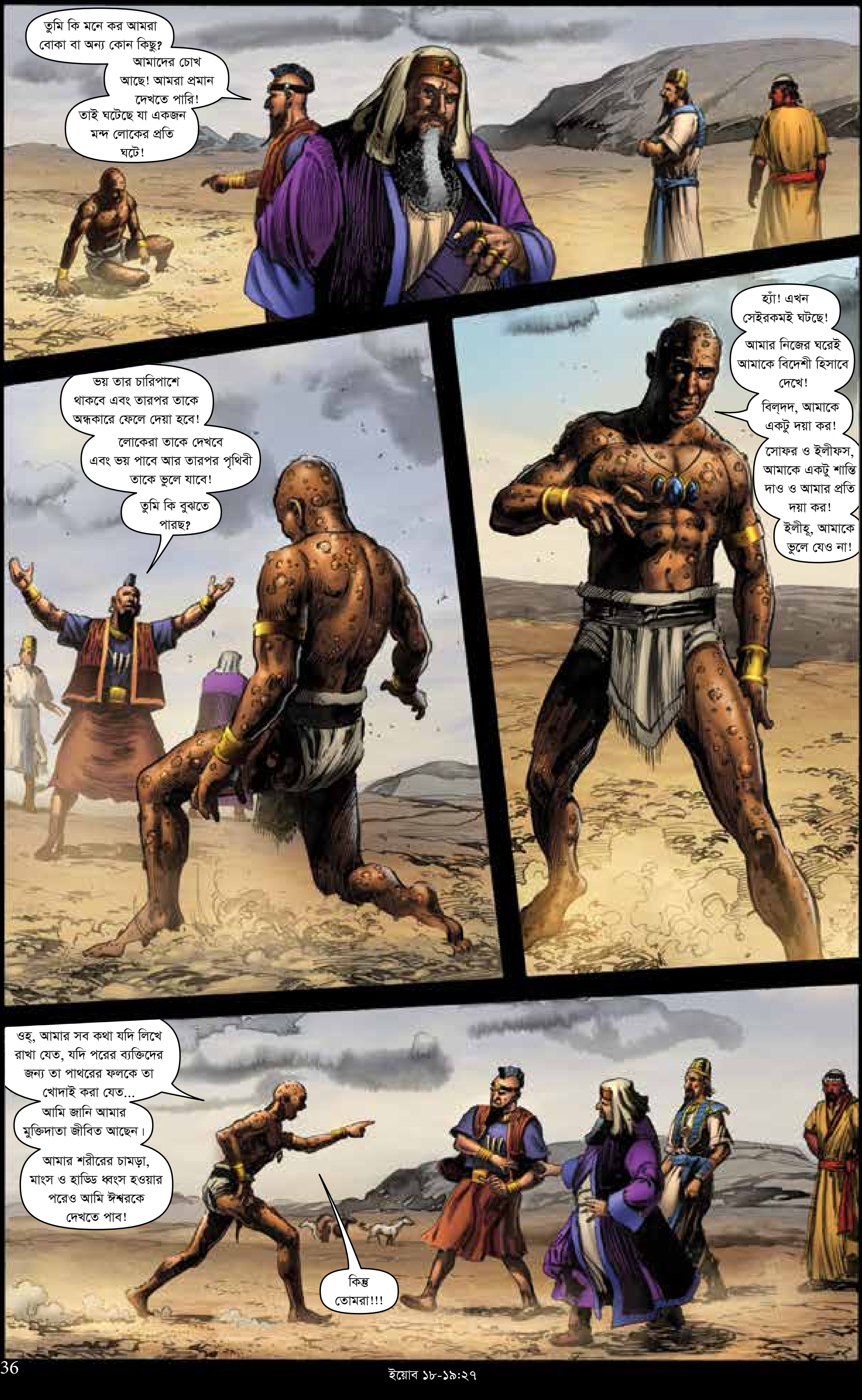
তুমি কি মনে কর আমরা বোকা বা অন্য কোন কিছু?
আমাদের চোখ আছে! আমরা প্রমান দেখতে পারি!
তাই ঘটেছে যা একজন মন্দ লোকের প্রতি ঘটে!
হ্যাঁ! এখন সেইরকমই ঘটছে!
আমার নিজের ঘরেই আমাকে বিদেশী হিসাবে দেখে!
বিল্‌দদ, আমাকে একটু দয়া কর!
সোফর ও ইলীফস, আমাকে একটু শান্তি দাও ও আমার প্রতি দয়া কর!
ইলীহূ, আমাকে ভুলে যেও না!
ভয় তার চারিপাশে থাকবে এবং তারপর তাকে অন্ধকারে ফেলে দেয়া হবে!
লোকেরা তাকে দেখবে এবং ভয় পাবে আর তারপর পৃথিবী তাকে ভুলে যাবে!
তুমি কি বুঝতে পারছ?
ওহ্, আমার সব কথা যদি লিখে রাখা যেত, যদি পরের ব্যক্তিদের জন্য তা পাথরের ফলকে তা খোদাই করা যেত...
আমি জানি আমার মুক্তিদাতা জীবিত আছেন।
আমার শরীরের চামড়া, মাংস ও হাড্ডি ধ্বংস হওয়ার পরেও আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব!
কিন্তু তোমরা!!!

ইয়োব ১৮-১৯:২৭

তোমরা, যারা বলছো যে আমার পাপের জন্য আমার প্রতি এসব ঘটছে...
তোমাদের তলোয়ারের ভয় থাকা উচিত!
ঈশ্বরের বিচারের ভয়!
এটা যদি আমার পাপের কারণে হয়ে থাকে তাহলে অপেক্ষা কর আর দেখ তোমাদের জন্য কি আসছে!!!
তোমাদের ... আমার...
এত দুঃসাহস তোমার!?!
তুমিই তোমার পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করছ, আমরা নই!
তুমি বলছ যে এগুলো আমার প্রতি ঘটছে কারণ আমি পাপ করেছি, কিন্তু আমি কি করেছি?
তুমি তা গোপন করছ, ইয়োব।
ওহ্, তোমার মন্দতা যদিও তোমার মুখে মিষ্টি লাগে আর তা জিভের নিচে লুকিয়ে রাখা...
কিন্তু লুকানো বিষ তা গেলার পর বিষই থাকে!
দুষ্টদের একটাই মাত্র গন্তব্য থাকে!
ঈশ্বর তাদের উপর ক্রোধের বৃষ্টি পাঠান আর তা তার ঘরের সবকিছু ধুয়ে নিয়ে যায়!
তাদের আর ধুলা ছাড়া কিছুই থাকেনা!
যেটা তোমার অবস্থান বর্ননা করছে!
সোফর আমার দিকে তাকাও!

তুমি যদি এভাবে আমাকে দোষারোপ করতে থাক তাহলে আমার জল ভরা চোখের দিকে তাকাও, আর আমার যন্ত্রনায় ভরা মুখের দিকে তাকাও!!
তুমি বলছ যে দুষ্টরা অল্প বয়সে মারা যায়! এটা সত্য নয়!
বৃষ্টি ভাল ও মন্দ উভয়ের উপরেই পড়ে!
আমি বুঝতে পারছি না কেন... শুধুমাত্র ঈশ্বরই জানেন। কেউ তাঁর পথ বুঝতে পারে না!
ভাল, ঈশ্বর তোমার পবিত্রতার জন্য তোমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না।
দুষ্ট লোকেরা তাদের পাপ চোখের নিচে লুকিয়ে রাখে, কিন্তু তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে তা লুকাতে পারবে না!
কিন্তু ইলীফস, আমিতো ঈশ্বরের হৃদয় খোঁজার চেষ্টা করছি।
তোমার কথানুসারে, ঈশ্বর আমার হৃদয় জানেন।
তিনি জানেন আমি তাঁর মুখের কথা অনুসারেই বাঁচবো কিন্তু রুটিতে নয়....
আমি এখন সেই কথার কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!

লোকেরা চুরি ও ধ্বংস করে। গরীবেরা ক্ষুধার্ত এবং উলঙ্গ।
মানুষ মানুষকে খুন করে। পুরুষ ও মহিলারা ব্যভিচার করে।
মানুষ মানুষকে খুন করে। পুরুষ ও মহিলারা ব্যভিচার করে।
তাদের সাথে তুলনা করলে আমি অন্যায়কারী নই; তাদের তুলনায় আমি ভাল।
আর আমার যদি ঈশ্বরের ক্ষমতা থাকতো তাহলে সেই আগাছাকে আমি উপড়ে ফেলতাম।
কিন্তু ঈশ্বর তা করেন না। কেন?
সম্ভবত এর জন্য আমার সুখি হওয়া উচিত যে তিনি তা করেন না কারণ তাহলে আমাকেও উপড়ে ফেলা হত!
ইয়োব, তুমি তোমার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছ?
আমি কি অসত্য কিছু বলেছি?
ঠিক তা নয়। এটি সত্য যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পবিত্র ও নিখুঁত।
কিন্তু মানুষ?
মানুষ তো পোকার মত, ইয়োব!
ইয়োব, তুমি, ঈশ্বরের চোখে তুমি একটি কীটের মত...
চমৎকার, বিল্‌দদ!

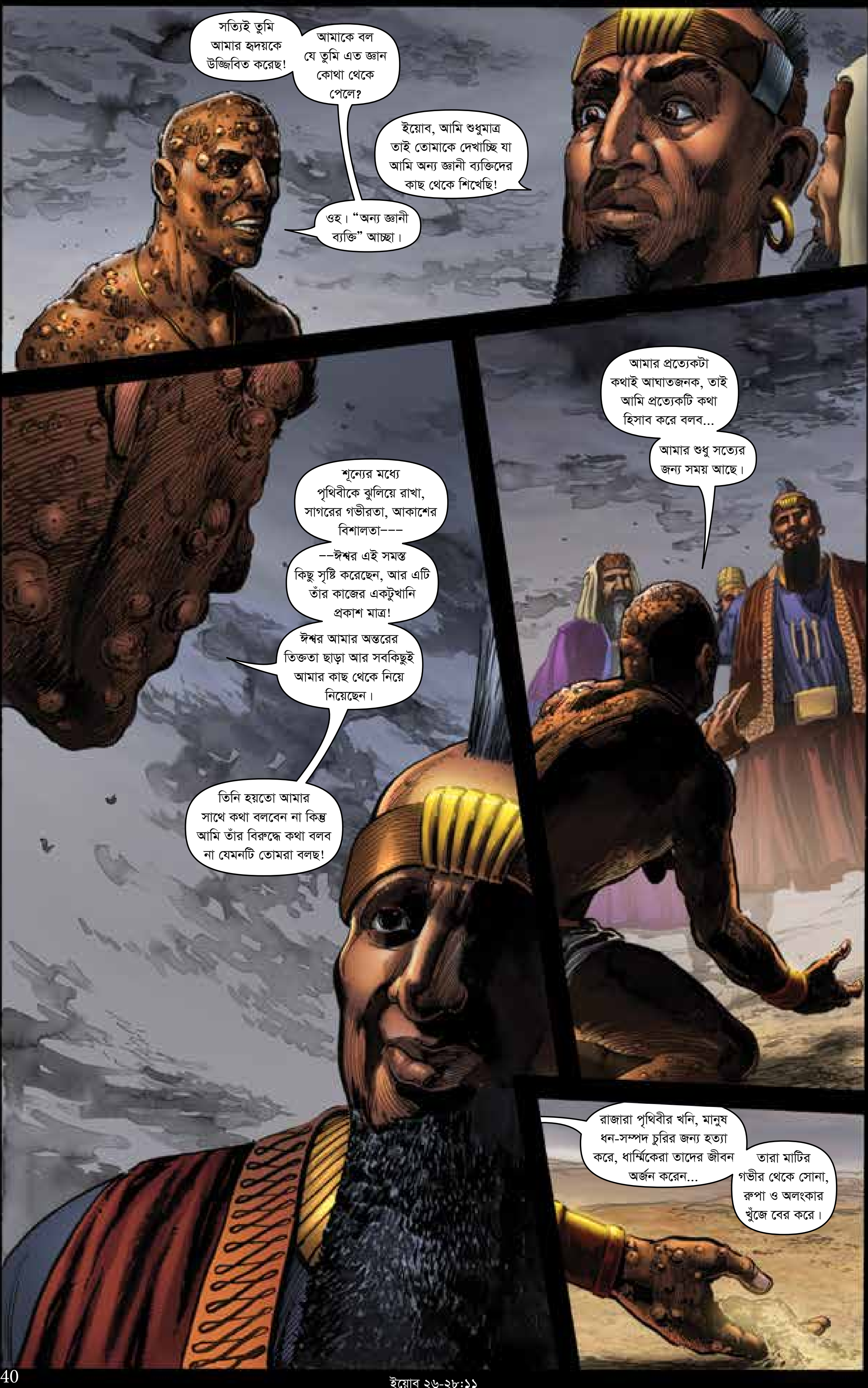
সত্যিই তুমি আমার হৃদয়কে উজ্জিবিত করেছ!
আমাকে বল যে তুমি এত জ্ঞান কোথা থেকে পেলে?
ইয়োব, আমি শুধুমাত্র তাই তোমাকে দেখাচ্ছি যা আমি অন্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিখেছি!
ওহ। "অন্য জ্ঞানী ব্যক্তি" আচ্ছা।
শূন্যের মধ্যে পৃথিবীকে ঝুলিয়ে রাখা, সাগরের গভীরতা, আকাশের বিশালতা---
--ঈশ্বর এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, আর এটি তাঁর কাজের একটুখানি প্রকাশ মাত্র!
ঈশ্বর আমার অন্তরের তিক্ততা ছাড়া আর সবকিছুই আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন।
তিনি হয়তো আমার সাথে কথা বলবেন না কিন্তু আমি তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলব না যেমনটি তোমরা বলছ!
আমার প্রত্যেকটা কথাই আঘাতজনক, তাই আমি প্রত্যেকটি কথা হিসাব করে বলব...
আমার শুধু সত্যের জন্য সময় আছে।
রাজারা পৃথিবীর খনি, মানুষ ধন-সম্পদ চুরির জন্য হত্যা করে, ধার্মিকেরা তাদের জীবন অর্জন করেন...
তারা মাটির গভীর থেকে সোনা, রুপা ও অলংকার খুঁজে বের করে।

ইয়োব ২৬-২৮:১১

সোনা ও রুপা কেনা যেতে পারে।
সোনা ও রুপা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।
সোনা ও রুপা গ্রহন করা যেতে পারে এবং দেয়া যেতে পারে।
কিন্তু সোনা ও রুপা এমন একটি সম্পদ যা চুরি হয়ে যেতে পারে!
একটি সম্পদ যা হারিয়ে যেতে পারে!
এমন একটি সম্পদ যা, শেষে, চলে যেতে পারে।
কিন্তু সেই অমূল্য সম্পদ নয়…
তাহলে কি সেই অমূল্য সম্পদ?
জ্ঞান!
জ্ঞান শুধুমাত্র বুড়ো লোক, অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ থেকে আসে না!
তাহলে জ্ঞান কোথা থেকে আসে?
"সদাপ্রভুর প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয়ই হল জ্ঞান; আর মন্দ থেকে সরে যাওয়াই হল বুদ্ধি।"
ঈশ্বর আমাদের জন্য যেমন জীবন রেখেছেন তা বোঝার জন্য জ্ঞান প্রয়োজন!
আমার পুরানো দিনগুলো আমি কবে ফিরে পাব যখন ঈশ্বর আমার দেখাশোনা করতেন!
সেই সময়ে, তাঁর আলোতে আমি অন্ধকারের মধ্যে চলাফেরা করতাম!

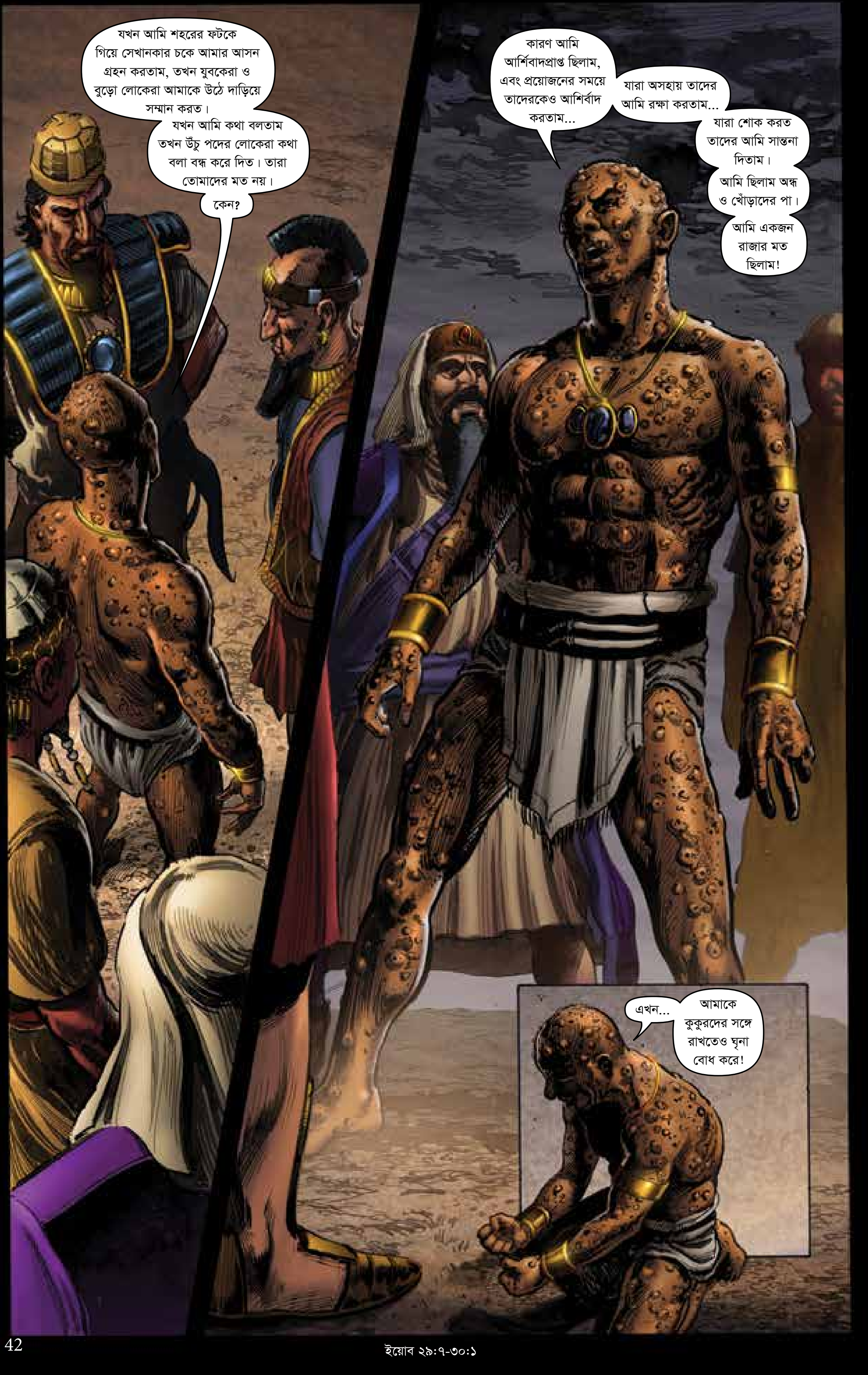
যখন আমি শহরের ফটকে গিয়ে সেখানকার চকে আমার আসন গ্রহন করতাম, তখন যুবকেরা ও বুড়ো লোকেরা আমাকে উঠে দাড়িয়ে সম্মান করত।
যখন আমি কথা বলতাম তখন উঁচু পদের লোকেরা কথা বলা বন্ধ করে দিত। তারা তোমাদের মত নয়।
কেন?
কারণ আমি আর্শিবাদপ্রাপ্ত ছিলাম, এবং প্রয়োজনের সময়ে তাদেরকেও আশির্বাদ করতাম...
যারা অসহায় তাদের আমি রক্ষা করতাম...
যারা শোক করত তাদের আমি সান্তনা দিতাম।
আমি ছিলাম অন্ধ ও খোঁড়াদের পা।
আমি একজন রাজার মত ছিলাম!
এখন...
আমাকে কুকুরদের সঙ্গে রাখতেও ঘৃনা বোধ করে!

ঈশ্বর আর আমাকে আশির্বাদ করেন না।
আমি ভালোর খোঁজ করি কিন্তু মন্দ খুঁজে পাই।
আমি আলোর খোঁজ করি কিন্তু অন্ধকার খুঁজে পাই।
আমি সাহায্যের জন্য কান্না করি কিন্তু কেউ উত্তর দেয় না...
তোমরা ছাড়া আর কেউ না।
বেশি দিন আগের কথা না, যখন আমি বীনা বাঁজাতাম আর লোকেরা আমার সঙ্গে নাচ করত!
আর এখন আমি শোকের গান গাইছি কিন্তু তোমরা আমার পাপ গননা করতে ব্যস্ত!
কারণ এটাই একমাত্র জিনিস যা ব্যাখ্যা করতে পারে....
না!!!
আমি আমার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম, অন্য কোন স্ত্রীর দিকে আমি চোখ তুলে তাকাই নি!
আমি সব সময় সত্য কথা বলি!
আমি অভাবের সময় তাদের সাহায্য করেছি!
আমার শত্রুর দুর্ভাগ্যে আমি আনন্দ করি নাই!

তুমি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করবে না কিন্তু তুমি বিচারক নও! ঈশ্বর বিচার করেন!
যদি তুমি যা কিছু আমাকে বলেছ তা সত্যি হয়, তাহলে কেন আমার উপরে বিচার নেমে আসছে না?
এরকম আমি আর কখনো দেখি নি কিন্তু---
যেভাবে আমরা বলেছি, কিভাবে আমরা ঈশ্বরের পথ জানতে পারি?
যেভাবে আমরা বলেছি, কিভাবে আমরা ঈশ্বরের পথ জানতে পারি?
থাম!!!
আমার বন্ধুরা... আমি তোমাদের থেকে ছোট, আর তাই আমি কোন কথা বলি নি।
তোমরা তো জ্ঞানে পরিপূর্ন যা আমার এখনও নেই!
কিন্তু আমার মনে হয় এটা সবসময় সত্য নয়!
ইলীহূ, তোমার থেকে আমাদের এই পৃথিবীর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি...
কিন্তু তোমরা তোমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে শুধু ইয়োবের সাথে তর্ক করে যাচ্ছ--
-- আর তোমরা এখনও তাকে ভুল প্রমানিত করতে পার নি!
তোমরা তাকে কিছু গোপন পাপের জন্য দোষারোপ করে যাচ্ছ!
ধন্যবাদ, ইলীহূ...
আমাকে এখনও ধন্যবাদ দিও না, ইয়োব।
আমারও তোমাকে কিছু বলার আছে!

তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করছ যে তিনি তোমাকে উত্তর দিচ্ছেন না এবং তোমার কথা শুনছেন না!
আসলে ঈশ্বর কথা বলেন যদিও মানুষ তা বুঝতে পারে না!
স্বপ্নে...সাবধানবানীর মধ্য দিয়ে...রাতে স্বর্গদূতদের দর্শনের মধ্যে দিয়ে...
এবং অভিজ্ঞতা...ঐতিহ্য... আর শাস্তি...
ঈশ্বর কথা বলেন যেন তুমি তাঁকে আরো ভাল করে জানতে পার!
যখন ঈশ্বর শাস্তি দেন তখন তা তোমাকে মন্দতা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য!
যেমন কষ্ট আমাদের পাওয়া উচিত আমরা তার থেকে অনেক কমই পাই!
তিনি আমাদের প্রতি তাই করেন যা করলে আমরা অন্ধকার থেকে আলো দিকে ফিরে আসবো!
ইলীহূ, আমি নির্দোষ কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অগ্রাহ্য করেছেন! আর যখন আমি ডাকছি তখন তিনি আমাকে উত্তর দিচ্ছেন না!
তিনি তোমাকে কোন কিছুতেই অগ্রাহ্য করেন নি!
যদি ঈশ্বর অধার্মিকের অনুরোধ নাই-ই শোনেন--
--যদি তিনি অহংকারীদের নাই সম্বোধন করে থাকেন--
-- তাহলে কেন তিনি তোমাকে উত্তর দিবেন যখন তুমি অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছো?

ঈশ্বর মানুষকে তুচ্ছ করেন না!
তিনি একজন মহান শিক্ষক, আর তিনি এমন একজন শিক্ষক যিনি নিজের সৃষ্টি করা আইন শিক্ষা দেন!
বিশ্ব নিজেই তাঁকে উত্তর দেয়!
মেঘের গর্জনের চেয়েও বেশি তাঁর কণ্ঠস্বর!
তিনি বলেন কখন বৃষ্টি হবে আর কখন তুষার পড়বে!
তাঁর নিশ্বাসের কাছে বাতাস কিছুই না!
আর তুমি কিনা বলছ তিনি চুপ করে আছেন?
তিনি এখানে আছেন ইয়োব!
তিনি কথা বলছেন!
অন্যদের তুলনায় আমি জ্ঞানহীন, কিন্তু আমি এমন বোকার মত কথা বলছি না যা তুমি বলছ।
ঈশ্বর ক্ষমতায় পূর্ণ, ন্যায়বান ও ধার্ম্মিক।
তাঁকে ভয় করা শ্রেয়!
তাঁর সামনের নত হওয়া ঠিক আছে যার আদেশে বাতাস চলাচল করে!
হ্যাঁ...

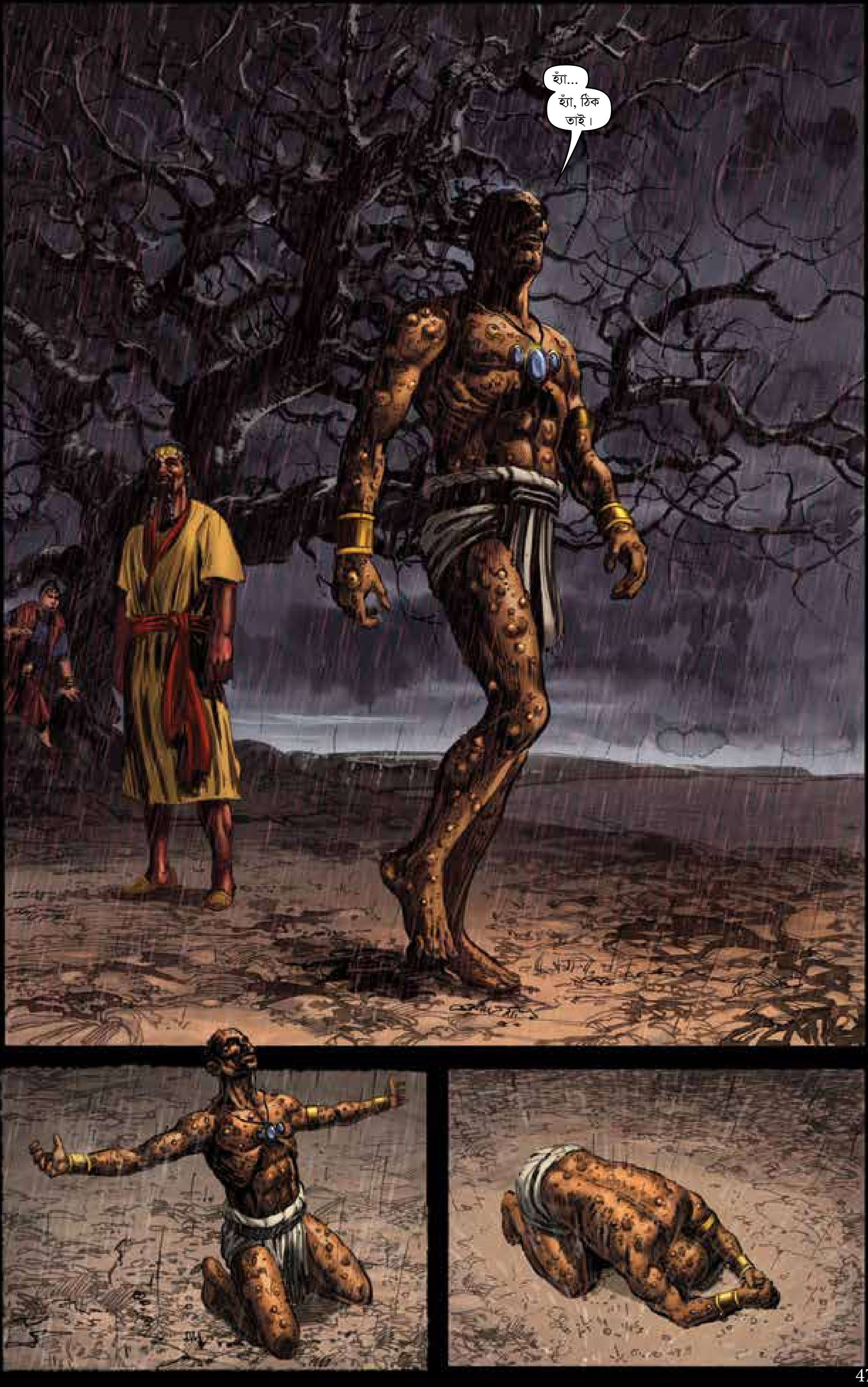
হ্যাঁ...
হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ইয়োব?
হ্যাঁ প্রভু?
ইয়োব...
তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন তুমি সবকিছু বুঝতে পারছ!
কিন্তু তোমার কথার মধ্যে আমার জ্ঞানের অভাব আছে!
আমি তাদের বোকামীর উত্তর দিচ্ছিলাম...
ইয়োব!!!
আমি তোমার সাথে কথা বলছি!
তাদের সাথে নয়!
হ্যাঁ প্রভু।

হ্যাঁ প্রভু।

এখন আমি তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব আর তুমি আমাকে উত্তর দিবে!
হ্যাঁ প্রভু।
আমি দেব... আমি দেব.... আমি চেষ্টা করব
আমি যখন পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করি আর মেঘকে তার পোষাক পড়াই আর ভোরের তারাগুলো একসাথে গান করেছিল--
--তুমি কোথায় ছিলে?
তুমি কি বলতে পার এগুলো কিভাবে হয়েছে?
তুমি কি কখনো মাটি থেকে পৃথিবীর কাঠামো তৈরী করেছ আর অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করেছো?
তুমি কি কখনো সাগরের তলায় হেঁটেছ?
তুমি কি তারাগুলোকে তাদের ঋতু অনুসারে বের করে আনতে পার?

ইয়োব ৩৮:৩-৩৮:৩৮

তুমি কি তোমার হাত দিয়ে সিংহকে খাবার দাও?
তুমি কি পাহাড়ী ছাগলকে বাচ্চা দিতে দেখেছ?
তুমি কি ডিম থেকে ফুঁটে বের হওয়া নতুন পাখির কান্না শুনেছ?
ঘোড়াকে কি তুমি শক্তি দিয়েছ?
তুমি কি জান যে কিভাবে বাজপাখী উড়ে?
আমাকে উত্তর দাও, ইয়োব! তুমি কি আমাকে বলবে যে কিভাবে এগুলো ঘটে?
আমার...আমার কাছে কোন উত্তর নাই।
তাহলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও!

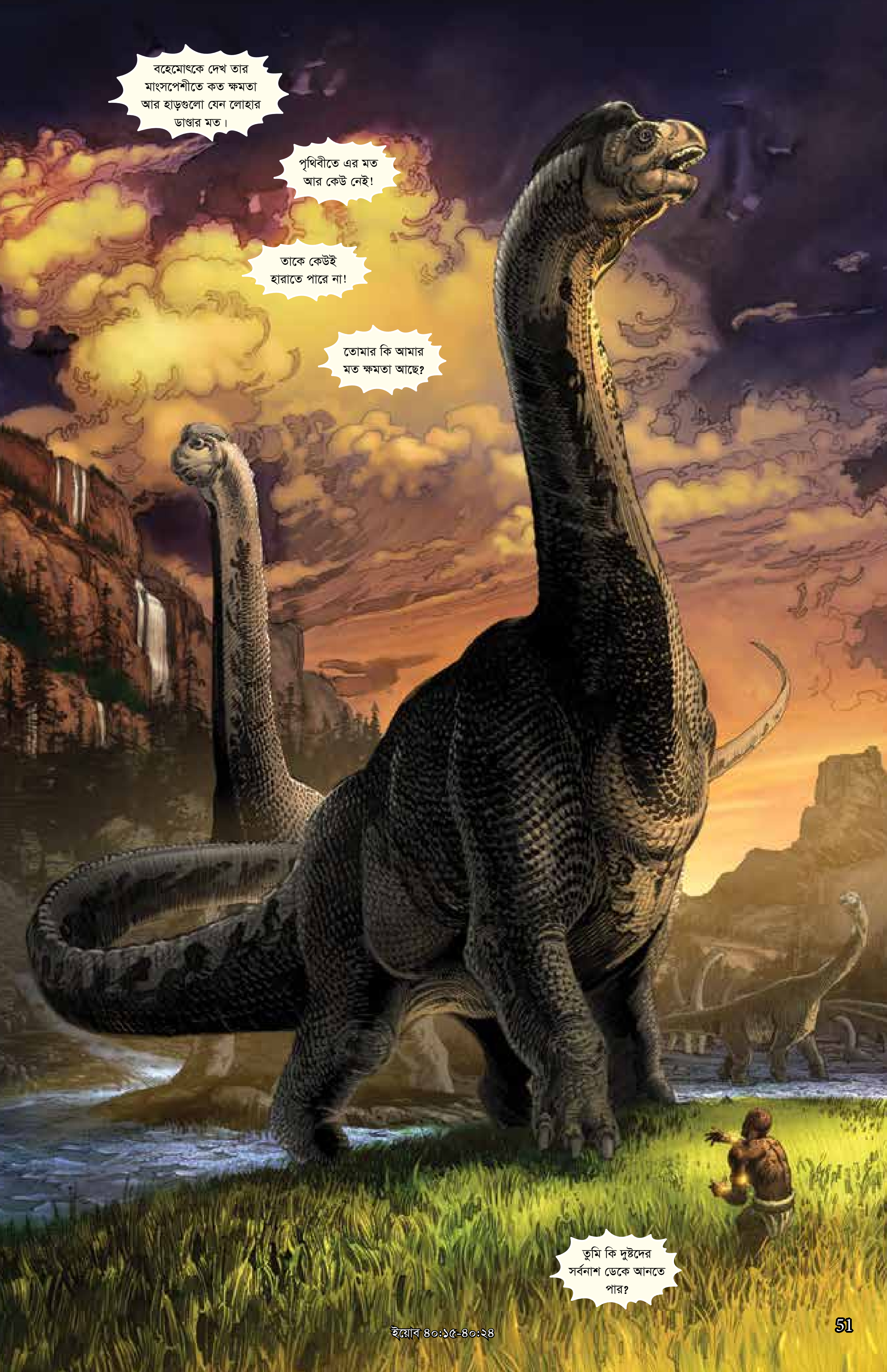
বহেমোৎকে দেখ তার মাংসপেশীতে কত ক্ষমতা আর হাড়গুলো যেন লোহার ডাণ্ডার মত।
পৃথিবীতে এর মত আর কেউ নেই!
তাকে কেউই হারাতে পারে না!
তোমার কি আমার মত ক্ষমতা আছে?
তুমি কি দুষ্টদের সর্বনাশ ডেকে আনতে পার?

লিবিয়াথন!?
বড়শীতে গেঁথে তাকে আনার চেষ্টা কর!
তুমি কি তার চোয়াল ছেঁদ করতে পারো আর পারবে কি তাকে তোমার দাস করে রাখতে?
কে তার বর্ম বিধতে পারে! তার বুক পাথরের মত শক্ত!
ইয়োব ৪১:১-৩৪

আমিই এই জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করেছি আর তাদের সামনে কেউই দাড়াতে পারবে না!
তাহলে কে আমার বিরুদ্ধে দাড়াতে পারে?
ইয়োব, আমি এই বিশ্বকে তৈরী করেছি। আমি পৃথিবীকে গঠন করেছি।
ইয়োব, আমি এই বিশ্বকে তৈরী করেছি। আমি পৃথিবীকে গঠন করেছি।
আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি।
আমাকে বিশ্বাস কর।

ইয়োব ৩৮-৪১

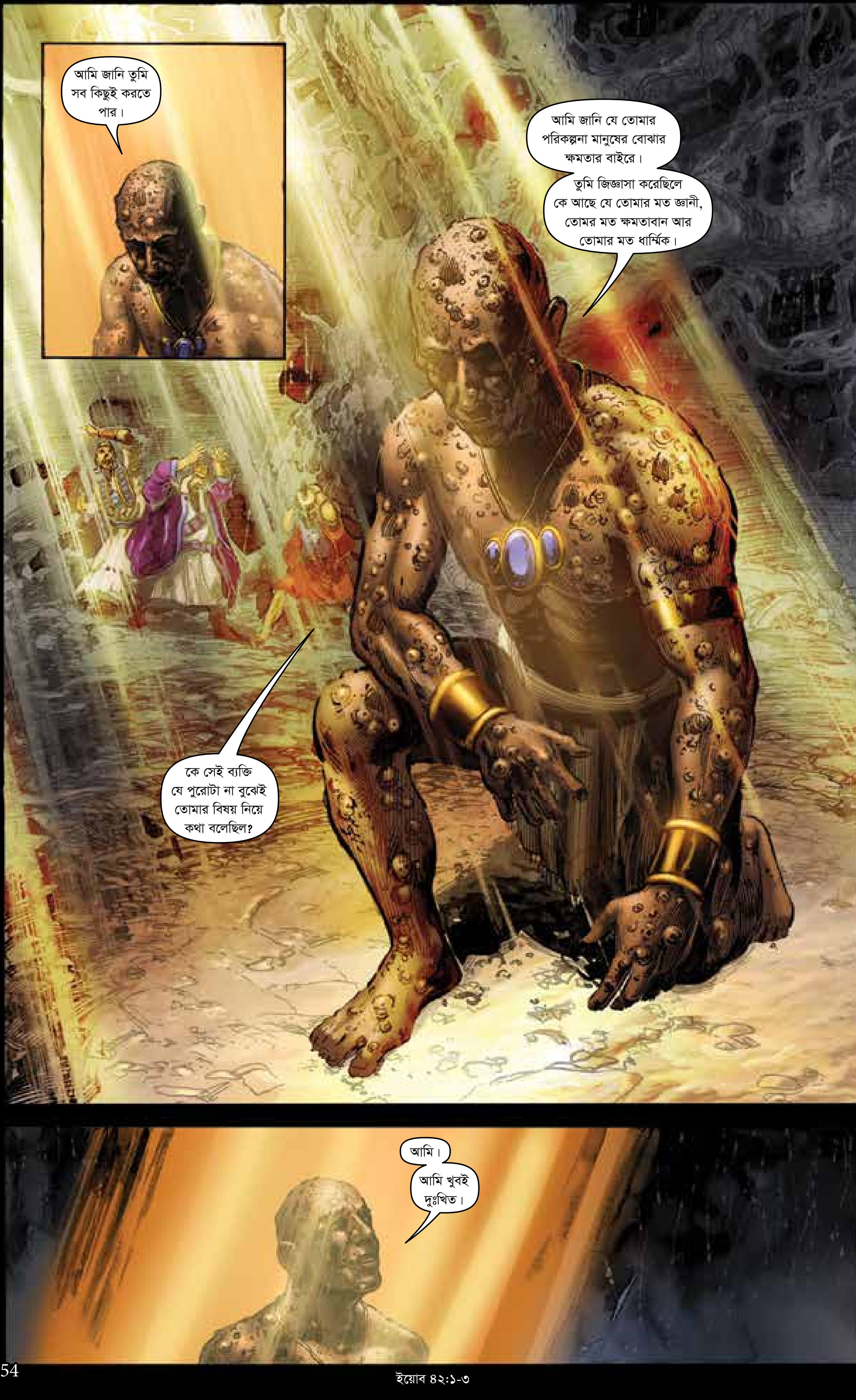
আমি জানি তুমি সব কিছুই করতে পার।
আমি জানি যে তোমার পরিকল্পনা মানুষের বোঝার ক্ষমতার বাইরে।
তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে কে আছে যে তোমার মত জ্ঞানী, তোমার মত ক্ষমতাবান আর তোমার মত ধার্মিক।
কে সেই ব্যক্তি যে পুরোটা না বুঝেই তোমার বিষয় নিয়ে কথা বলেছিল?
আমি।
আমি খুবই দুঃখিত।

তোমার প্রশ্নের কোন উত্তর আমার কাছে নেই। শুধুমাত্র তুমিই তার উত্তর জান।
আমি যা শুনেছি তার জন্য তোমার ভয়ে ভীত হয়ে রয়েছি।
এখন আমার চোখ তোমাকে দেখেছে আর আমার কান তোমার বিষয় শুনেছে...
আমাকে ক্ষমা কর!
আমার তোমার মত জ্ঞান নেই কিন্তু আমি তোমার জ্ঞানে বিশ্বাস করি!
আমার চোখ আমার দিকেই ছিল আর এখন আমার চোখ তোমার দিকে রয়েছে!
আমি তোমার উপরে রাগ করি নি, ইয়োব।
আমার কাছে আর আমার বিষয়ে তোমার প্রশ্ন ছিল, কিন্তু তুমি কখনোই আমার বিরুদ্ধে কথা বল নাই।
আমি তোমাকে আমার দাস বলি; আমি তোমাকে আমার বন্ধু বলি।
আর তোমরা তিনজন...

যখন ইয়োবকে সংশোধন করার জন্য আমি তার সাথে কথা বলছিলাম, এর কারণ এই নয় যে সে আমাকে রাগান্বিত করেছে।
তোমরা করেছো।
তোমরা আমার ক্ষমতা ও ন্যায়বিচারের কথা বলেছ কিন্তু আমার কর্তৃত্ব ও দয়ার কথা বল নাই!
তোমরা ইয়োবকে মিথ্যাবাদী বলেছ, একজন ভন্ড বলেছ, পাপী বলেছ! বলেছ যে আমি তাকে শাস্তি দিচ্ছি!
তোমরা ইয়োবের মত আমার সম্পর্কে ঠিক কথা বল নি।
তোমাদের প্রত্যেকেই সাতটি করে ষাড় আর সাতটি করে ভেড়া নিয়ে আমার কাছে পোড়ানো-উৎসর্গ কর।
আমার দাস ইয়োব তোমাদের জন্য প্রার্থনা করবে আর আমি তা গ্রহন করব আর তোমাদের বোকামী অনুসারে ফল দেব না।
অনুতাপ কর।

শোকের সময় শেষ।
আমার... আমার মনে হয় এখন বাড়ী যাওয়ার সময় হয়েছে।
হ্যাঁ... আর না....
ইয়োব, তুমি কি ঠিক আছ?
আমি এখনও কষ্ট পাচ্ছি, আমি এখনও আমার সন্তানদের জন্য ব্যাথা পাচ্ছি...
ইয়োব?
ঈশ্বর তোমাকে যা করতে বলেছেন তা যদি তুমি কর, তাহলে আমি আমার বাড়ীতে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

এস ইয়োব,
আমি তোমাকে বাড়ীতে
সাহায্য করব।
ইয়োব?
কি হচ্ছে?
আমি...আমি
জানি না।
আরেকি
বিষয়...আমি বুঝতে
পারছি না!
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
দেয়ার আরেকটি বিষয়
আছে!

ইয়োবের বন্ধুরা ঈশ্বরের কথামতই কাজ করলেন।
আর ইয়োবও ঈশ্বর যা করতে বললেন তাই করলেন।
প্রভু, আমার বন্ধুরা এই পোড়ানো উৎসর্গ নিয়ে তোমার সামনে এসেছে!
তারা তাদের পাপ বুঝতে পেরেছে ও তার জন্য অনুতাপ করছে!
তারা তাদের পাপ বুঝতে পেরেছে ও তার জন্য অনুতাপ করছে!
আর ঈশ্বর তাই করলেন যেমনটি তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

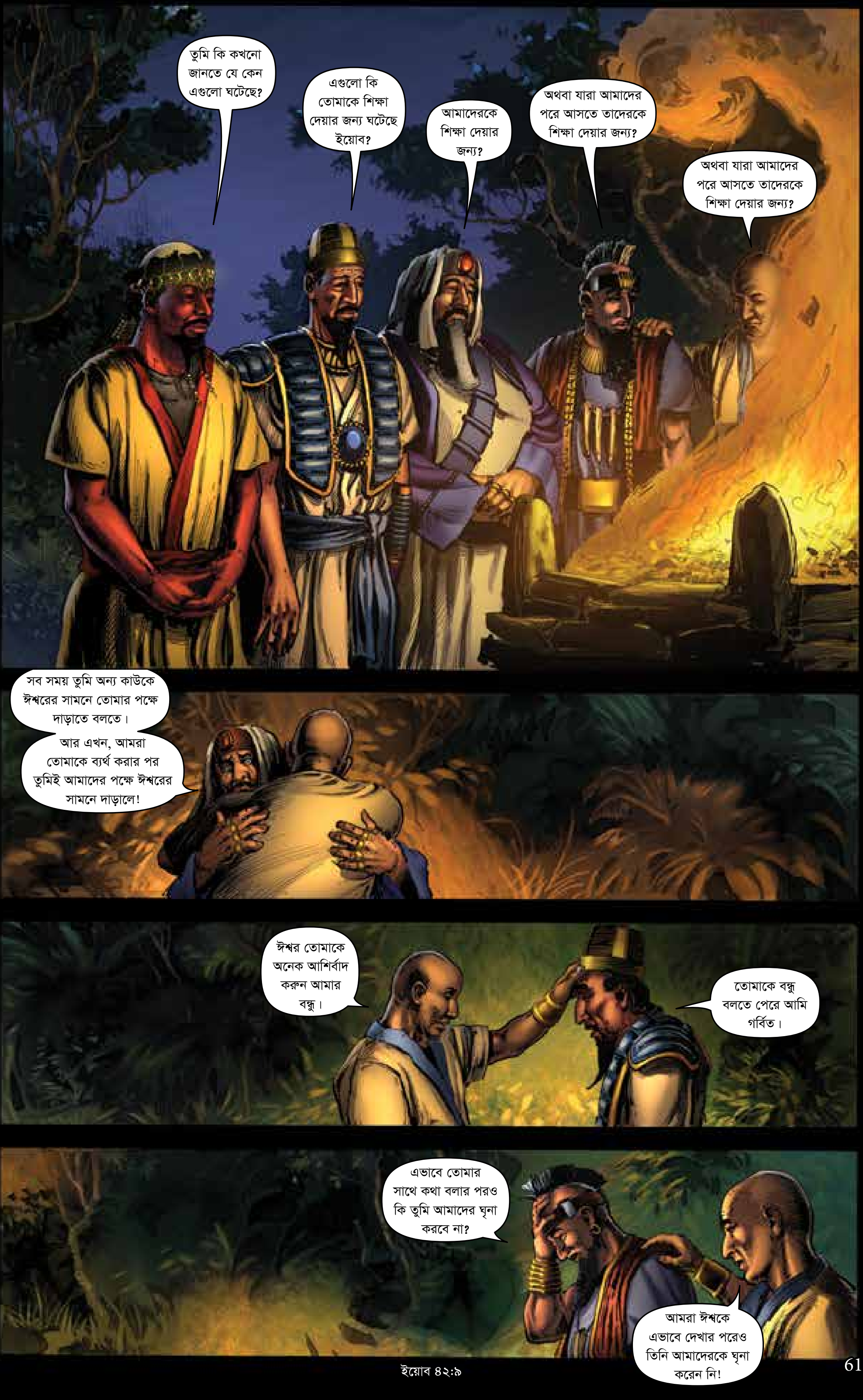
তুমি কি কখনো জানতে যে কেন এগুলো ঘটেছে?
এগুলো কি তোমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ঘটেছে ইয়োব?
আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য?
অথবা যারা আমাদের পরে আসতে তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য?
অথবা যারা আমাদের পরে আসতে তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য?
সব সময় তুমি অন্য কাউকে ঈশ্বরের সামনে তোমার পক্ষে দাড়াতে বলতে।
আর এখন, আমরা তোমাকে ব্যর্থ করার পর তুমিই আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সামনে দাড়ালে!
ঈশ্বর তোমাকে অনেক আশির্বাদ করুন আমার বন্ধু।
তোমাকে বন্ধু বলতে পেরে আমি গর্বিত।
এভাবে তোমার সাথে কথা বলার পরও কি তুমি আমাদের ঘৃনা করবে না?
আমরা ঈশ্বকে এভাবে দেখার পরেও তিনি আমাদেরকে ঘৃনা করেন নি!

ইলীহূ, আমার পক্ষে থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।
আর আমাদের বন্ধু থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।
তুমি জান, আমি ভেবেছিলাম আমি তোমাকে হারিয়েছি।
আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ঈশ্বর তোমাকেও আমার কাছ থেকে নিয়ে নিবেন।
আমি তাকে চেয়েছিলাম...যতক্ষণ না তিনি আমার সাথে কথা বললেন।
আমি আশা করি তিনি তোমাকে উত্তর দিয়েছেন!
তিনি দিয়েছেন!
কিন্তু তুমি বলেছ যে তিনি তোমাকে কারণ বলেন নি!
আমি যে উত্তর চেয়েছিলাম তা তিনি দেন নি কিন্তু আমার যে উত্তর দরকার ছিল তিনি তাই দিয়েছেন।

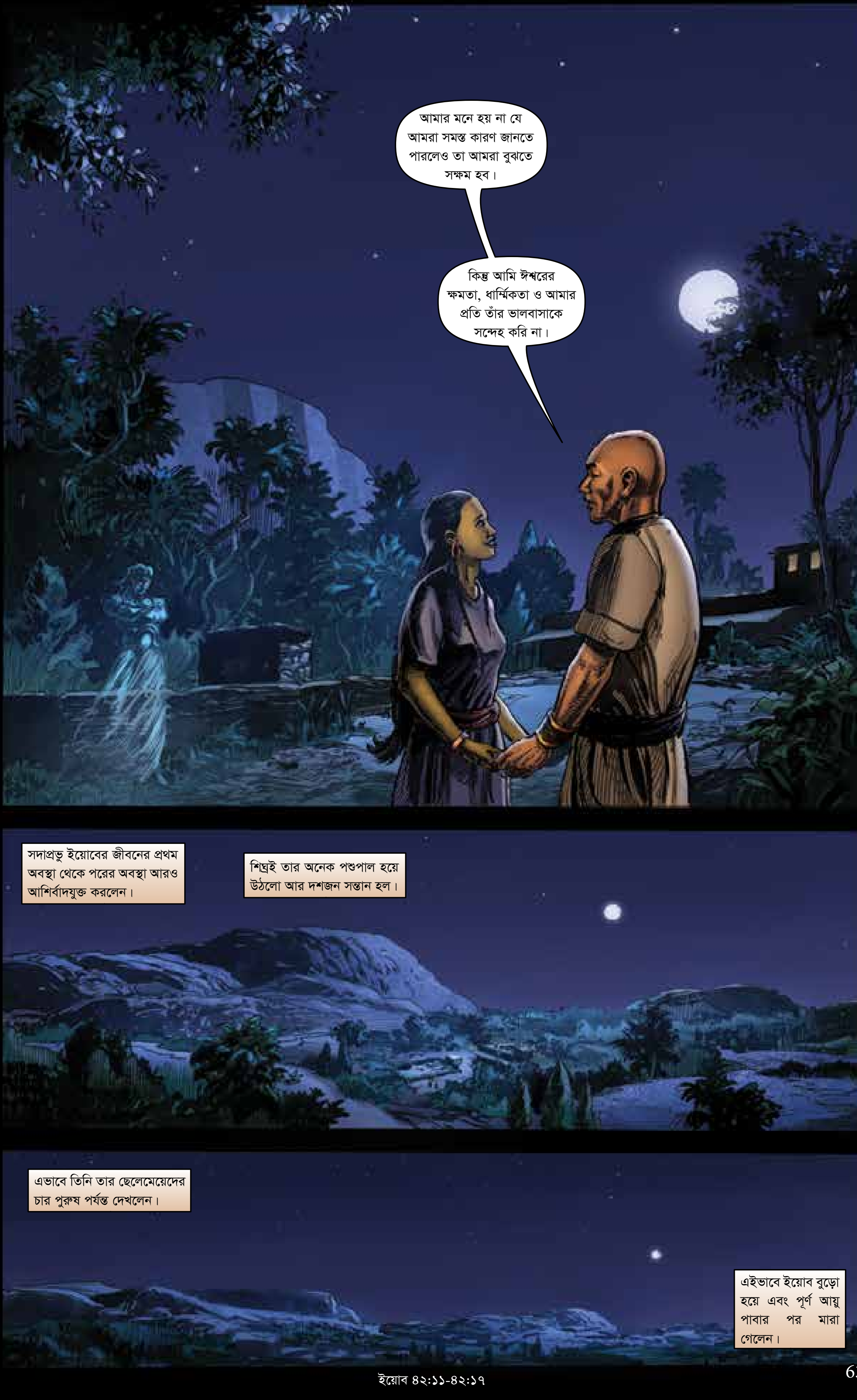

ইয়োব ৪২:১১-৪২:১৭

SUPERBIBLE.TV